লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ৭ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৬ সফর, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ ইখা, ১৩৯৮ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ ঈসাব্দ

চুয়াডাঙ্গা জেলার শৈলমারীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পুনর্নির্মিত মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

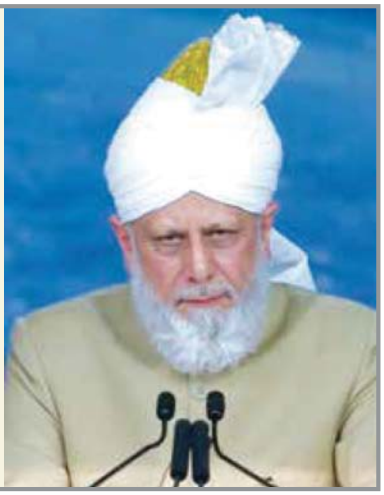

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

শুধু সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করাই বড় কোন বিষয় নয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মসজিদ নির্মাণ করে; অন্যান্য মুসলমানদেরও বহু মসজিদ রয়েছে। কাজেই, শুধু সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করাই বড় কোন বিষয় নয়, যে কারণে আমরা ভেবে বসবো যে, আমাদের পরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আছে, তা অর্জনের চেষ্টা করব। আর সেই লক্ষ্য হল, খোদার সাথে আমাদের সু-সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা আর তাঁর ইবাদতের যে দায়িত্ব, সঠিকভাবে তা পালন করা এবং তাঁর সৃষ্টির যে প্রাপ্য অধিকার আছে তাও যথাযথভাবে প্রদান করা। আর সেই সাথে আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রেখে এর উন্নত মানে পৌঁছা এবং ইসলামের অনুপম শিক্ষা ও অনিন্দ্য সুন্দর বাণী প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, যাদের মাঝে অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে তো ইসলামী শিক্ষার সঠিক চেতনাই নেই, তারা কীভাবে অন্যদের হিত সাধন করবে? অন্যান্য মুসলমানরা ওহীর দরজা বন্ধ করে নিজেদের ধর্মকে মৃতবৎ করে তুলেছে। ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বলে অ-আহমদী মুসলমানরা শুধু নিজেদের প্রতিই অবিচার করে না, বরং নিজেদের বিশ্বাস এবং অপকর্মের মাধ্যমে অন্যদের জন্য ইসলামে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে। তাদের কাছে এমন কি অস্ত্র আছে, যার মাধ্যমে তারা ভিন্-ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়? অতএব তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের সম্বোধন করে বলেন, এই জামাতের কতক ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করা উচিত, যারা হবে যোগ্য আর সৎসাহসী। (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২)

আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ যেখানে বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝে কি-বা পার্থক্য থাকল? ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রমাণ করতে হলে আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। ইসলামের খোদা যাকে ভালোবাসেন তার সাথে আজও বাক্যালাপ করেন, এ কথা বলে পৃথিবীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অতএব অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক সম্পর্ক বন্ধন রচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের প্রচার এবং প্রসার বা বিস্তার লাভের জন্য কোন তরবারির প্রয়োজন নেই। ইসলামের বিস্তার লাভের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, আল্লাহ্‌র সত্তায় যাদের উৎকর্ষ এবং দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস থাকবে। ইসলামের প্রসারের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, যাদের ইবাদতের মান হবে উন্নত। ইসলাম প্রসারের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, যারা হত্যা এবং রাহাজানির পরিবর্তে নিজেদের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করবে। মুসলমানদের জন্য মর্মান্তিক বিষয় হল, কট্টর পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের চেষ্টা করে তারা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠছে। নিরীহদেরকে হত্যা করে তারা ইসলাম সেবার দাবি করে। যা খুবই হৃদয় বিদারক। এমন অপকর্ম করে এরা খোদার কৃপাকে নয় বরং তাঁর অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

অতএব এই যে মসজিদ নির্মাণ, এর কল্যাণে যে দায়িত্ব কাঁধে ন্যস্ত হয়, সে দায়িত্ব পালনে মসজিদের প্রাপ্য আদায়ে পাঁচবেলা একে আবাদ রাখতে হবে। ইবাদতের মানকে সমুন্নত রেখে মসজিদের প্রাপ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন, কোথাও ইসলামকে পরিচিত করাতে হলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ কর, তবে তবলীগের পথ এবং পরিচয়ের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হবে। (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

এক আহমদী মুসলমানের জন্য, যুগ ইমামের অনুসারীর জন্য, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দাবিদারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কিছু নীতিগত বিষয় উল্লেখ করেছেন, প্রধানত নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। কেননা, এটি তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। নামায যদি সঠিকভাবে না পড়া হয় এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ না থাকে, তাহলে এই দাবিও ভিত্তিহীন যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান। এই দাবিও অমূলক যে, পৃথিবীতে আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করব। আর এই দাবি করাও ভুল হবে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান এবং প্রকৃত দাসকে গ্রহণ করেছি। কেননা, তিনি (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই এটি আখ্যা দিয়েছেন যে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল, খোদার সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা। আর এরপর তিনি (আ.) বলেন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫)

সূচিপত্র

১৫ অক্টোবর ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ০৬ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ ৯

"দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ" ১৯
মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

কলমের জিহাদ ২৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

সমাজ সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসততা মস্তবড় অন্তরায় ২৬
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

বিবাহের গুরুত্ব ২৯
সংকলনে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন

চুয়াডাঙ্গা জেলার শৈলমারীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পুর্নির্মিত মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন ৩৩

বিবাহ সংবাদ ৩৪

মিরপুর জামা'তে তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স (নবীনদের প্রশিক্ষণ) অনুষ্ঠিত ৩৫

সংবাদ ৩৬

জাতীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও ইজতেমা, ২০১৯-এর সিলেবাস ৪০

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল কাহফ-১৮

৩৯। কিন্তু (আমি বলি) আল্লাহই আমার প্রভু-প্রতিপালক। আর আমি কাউকেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করি না।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ۝٣٩

৪০। আর তুমি তোমার বাগানে যখন প্রবেশ করেছিলে তখন তুমি কেন বললে না, 'আল্লাহ্ যা চাইবেন তা-ই হবে, (কারণ) আল্লাহর (সহায়তা) ছাড়া কোন শক্তি (অর্জিত) হতে পারে না। যদিও তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে হীন দেখছ,

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ۝٤٠

৪১। তথাপি এটা সম্ভব আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (বাগান) দান করবেন[১৬৯২] এবং (তোমার) এ (বাগানের) ওপর আকাশ থেকে[১৬৯৩] আগুনের গোলা বর্ষণ করবেন। এর ফলে তা উদ্ভিদশূন্য এক বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝٤١

৪২। অথবা এর পানির (স্তর) অনেক নিচে নেমে[১৬৯৪] যাবে। এরপর তুমি কখনো তা (ওপরে টেনে তোলার) ক্ষমতা রাখবে না।

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝٤٢

৪৩। আর এর (সব) ফল ধ্বংস করে দেয়া হলো। আর এ (বাগান) মাচাসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রইলো[১৬৯৫]। তখন সে এতে যা খরচ করেছিল সেজন্য (আক্ষেপ করে) নিজের দু'হাত কচলাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, 'হায়, আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে আমি যদি কাউকেও শরীক না করতাম!'

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ۝٤٣

১৬৯২। তফসীরাধীন আয়াত এবং ৩৬ ও ৪০ নং আয়াতে মাত্র একটি বাগান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কারণ দু'টি বাগানের (আয়াত ৩৩) একটি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানদের অহংকারের সেই বাগানটি হচ্ছে তাদের বর্তমান উন্নতি এবং শক্তি –যা ইসলামের আবির্ভাবের পরে তারা লাভ করেছিল।

১৬৯৩। 'আকাশ থেকে আগুনের গোলা' এই মর্ম ব্যক্ত করে যে, পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিগুলোর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেয়া বা সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করা কোন জাগতিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যা তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। এই সেই ইয়া'জূজ ও মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ)-এর দুর্দম ও দুর্নিবার শক্তি যা খ্রিষ্ট ধর্মের পার্থিব গৌরব প্রকাশ করে, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন শক্তি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না (মুসলিম, বাবুদদাজ্জাল)।

১৬৯৪। তাদের বিশেষ দক্ষতা এবং মেধাগত সাফল্যের ঝরণা শুকিয়ে যাবে যার উপর তাদের পার্থিব উন্নতি প্রধানত নির্ভরশীল অথবা পবিত্র কুরআনের কথায়, যা তাদের বাগানকে তরু-তাজা রাখে, ফলে তাদের বাগান বিনাশপ্রাপ্ত ও উচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাদের আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ ও কর্মক্ষম ঝরণা শুষ্ক হয়ে যাবে।

১৬৯৫। তাদের পার্থিব সম্পদের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য খ্রিষ্টান জাতির সকল উদ্যম ও সচেতন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাবে। প্রসঙ্গত এই আয়াত উল্লেখ করেছে যে, এই আয়াতসমূহে ব্যবহৃত "বাগান" শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি।

হাদীস শরীফ

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ

“তোমরা মূর্তি পূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।” (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন! তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার! মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন” (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া– এ তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে (খোদার অসন্তুষ্টির পথে) নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন– অংশীবাদিতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন– বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা’বুদ মনে করে।

এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকেও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, *বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে, প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।*

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ। ['সিররুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

(৩৩তম কিস্তি)

'সুন্নাতুল্লাহ' বা ঐশী-রীতি এভাবেই চলে আসছে যে, অস্তিত্বের পদমর্যাদাসমূহ আবর্তনশীল। তাই কতকের আত্মা কতকের আদর্শিক আকার-আকৃতি নিয়ে এ জগতে ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা তাদের পরস্পর সমান-সমান বা একই রকম হয়ে থাকে। "তাশাবাহাত কুলুবুহু" [(আল্ বাকারা : ১১৯), অর্থ: 'তাদের হৃদয়সমূহ পরস্পর সদৃশ- একই রকম হয়ে গেছে'–অনুবাদক] এই আয়াতটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। এ বিষয়টিতে গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করা আবশ্যক যে এই উম্মতে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আগমনের কী আবশ্যকতা ছিল এবং এ বিষয়টির মাঝে কী হিকমত ও তাৎপর্য এবং রহস্য নিহিত, যার দরুন ইবনে-মরিয়ম ঈসার আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে– দাউদ, মূসা বা সোলায়মানের আগমনের সংবাদ দেয়া হয়নি? এর কী প্রকৃতস্বরূপ, কী বা এর ভিত্তি ও মূল কারণ এবং কী এর গোপন রহস্য? অতএব, যখন আমরা গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং ভাসা-ভাসা খেয়াল পরিহার করে সুগভীর চিন্তা-ভাবনার সাগরে অনেক গহীনে ডুব দেই তখন এর গভীর তলদেশ থেকে মণি-মুক্তার মত এই সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব আমাদের হস্তগত হয় যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, 'আল্লাহ্‌র হাবীব' মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এবং 'আল্লাহ্‌র কামীল' মূসা (আ.)-এর মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যে-পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং উভয়ের উম্মতদ্বয়ের মাঝে যে-সব ঐশী অনুগ্রহরাজী একই রকম ও সমান-সমানভাবে বিদ্যমান সেগুলো যেন প্রমাণসিদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছানো হয়। আর এটা স্পষ্ট ও সুবিদিত যে, মূসীয় শরীয়তের 'আখেরী যুগে' ইহুদীদের মাঝে অনেক রকম ফাসাদ ও খারাপি এবং বহু ধরণের বহু সংখ্যক ফির্কার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মাঝে পারস্পরিক সহানভূতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং এর হক্-অধিকার দূরীভূত হয়ে তার পরিবের্ত পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীতার উদ্ভব হয়েছিল। খোদা তা'লার ইবাদত ও খোদাভীরুতাও তাদের হৃদয় হতে উঠে গিয়েছিল এবং কলহ-বিবাদ ও পার্থিবতার উপাসনামূলক মানসিকতা ও চাল-চলন এবং নানা ধরণের 'মকর' ও দূরভিসন্ধিমূলক ভাবধারণা ও প্রবণতা তাদের সূফী, মৌলবী-মাওলানা এবং জাগতিক লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বতন্ত্র ধারায় সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের হাতে ধর্মের কেবল 'রসম' বা প্রচলিত প্রথা অবশিষ্ট ছিল এবং প্রকৃত নেকী সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তাদের হৃদয়ের কাঠিন্য মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এহেণ যুগে খোদা তা'লা মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে বনি-ইস্রাঈল জাতির নবীগণের 'খাতামুল-আম্বিয়া' স্বরূপ করে পাঠান। হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম অস্ত্র সহ প্রেরিত হন নি। তাঁকে জিহাদের আদেশও দান করা হয় নি। বরং কেবল অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদানের (আধ্যাত্মিক) অস্ত্র তাঁকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তিনি ইহুদীদের হৃদয় ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধন করেন এবং তৌরাতের আদেশ-আহকামের ওপর তাদের পুনরায় কায়েম করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদীয় শরীয়তের আখেরী যুগে অধিকাংশ মুসলমান অবিকল্ ইহুদীদের রঙ ধারণ করেছে এবং অভ্যন্তরের দিক দিয়ে আপাদমস্তক তারা হযরত মসীহ্ (আ.)-এর যুগের ইহুদীদের মত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগটিই সেই আখেরী যুগ। অতএব, খোদা তা'লা কুরআন করীমের আহকাম বা বিধি-বিধানের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে হুবহু মসীহ্- ইবনে-মরিয়মের রঙে-রঙীন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন এবং রূপকভাবে তাকেও 'মসীহ্-ঈসা-ইবনে-মরিয়ম' নামে অভিহিত করেন। যেমন, কুরআন করীমে হযরত ঈসার পুরো নাম

এমনটিই বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ "ইসমুহুল্ মসীহু ঈসা ইব্নু মারইয়ামা ওয়াজীহান ফিদদুনিয়া ওয়াল্ আখিরাতি ওয়া মিনাল্ মুক্বাররাবীন" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৬)। অতএব, যেহেতু এ বিষয়টি প্রকাশ করা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রেত ছিল যে আখেরী যুগে যখন এই উম্মতে ফাসাদ ও বিকৃতি ঘটল তখন এই উম্মতকেও একজন মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম দান করা হল, যেমন হযরত মূসার উম্মত বনি ইস্রাঈলকে দান করা হয়েছিল। অতএব এই আগমনকারীর নামও 'ইবনে-মরিয়ম' রাখা আবশ্যকীয় হল, যাতে আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহটি সবার দৃষ্টির সামনে এসে যায়। আর যাতে করে মূসীয় উম্মত ও মুহাম্মদীয় উম্মত দু'টির মাঝে, ঐশী অনুগ্রহরাজীর লক্ষ্যস্থল হওয়ার দিক দিয়ে পরস্পর পুরোপুরি সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়। এটি কি সত্য নয় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের নিকটবর্তী মানুষদের ইহুদী নামে অভিহিত করেছেন? অতঃপর মাহানবী (সাল্লাল্লাহুঃ) কর্তৃক এই ইহুদীদের সংশোধনার্থে প্রেরিত ব্যক্তির নাম 'ঈসা-ইব্নে-মরিয়ম' রাখায় বিস্ময় এবং দোষনীয় ও অসম্ভব হওয়ার কী-ইবা আছে?! ভাষার প্রাঞ্জলতার নিরিখে আবশ্যকীয় নিয়ম হল, একটি বাক্যের চাহিদা উপযোগী অপর বাক্যটি বর্ণনা করতে হয়। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন কেউ যদি বলে, 'দুনিয়ার সবাই ফেরাউন হয়ে গেছে', তাহলে এর প্রেক্ষিতে, চাহিদা উপযোগী বাক্য এটাই হওয়া উচিত যে, 'এখন তাদের সুধরাবার উদ্দেশ্যে কোনো মূসার আগমন আবশ্যক'। কিন্তু তা না বলে যদি কেউ বলে, 'এদের সংশোধনার্থে ঈসার আগমন আবশ্যক।' তাহলে এটা কত অসুন্দর, অযথা ও স্থান-কাল-পাত্র বিরোধী বলে প্রতীয়মান হবে। ফেরাউনের সঙ্গে মূসার জোড় ও মিল রয়েছে; ঈসার কোন জোড় বা মিল নেই। অনরূপভাবে আখেরী যুগের মুহাম্মদীয় উম্মতকে আল্লাহ্ যখন ইহুদীস্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং ইহুদীও আবার সেই-সব ইহুদী যারা ছিল মূসীয় শরীয়তের আখেরী যুগের ইহুদী– যাদের সংশোধনার্থে হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তাদের সমস্ত মন্দস্বভাব বর্ণনা করা হয়। অতএব, এর মোকাবিলায় এমনটি হওয়া কি সমীচীন ছিল না যে, তোমরা যখন ইহুদীস্বরূপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত ইবনে-মিরয়ম প্রেরিত হবেন?

'দাজ্জালিয়্যত' ইহুদীদেরই প্রাপ্য উত্তরাধিকার ছিল এবং তাদের কাছ থেকেই এটি খ্রিষ্টানরা লাভ করেছে। বস্তুত: দাজ্জাল সেই দলকে বলা হয় যারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তারা পৃথিবীকে কলুষিত করে এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। সুতরাং এই দোষ হযরত মসীহ্র জীবদ্দশায় ইহুদীদের মাঝে পূর্ণ মাত্রায় চরম পর্যায়ে ছিল। এরপর খ্রিষ্টনরা তাদের থেকে লাভ করে। অতএব, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ এরকম দোষনীয় দাজ্জালী স্বভাবটা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে 'স্বর্গীয় অস্ত্র' নিয়ে অবতীর্ণ (তথা আবির্ভূত) হয়েছেন। এ অস্ত্রটি দুনিয়ার কারিগরেরা বানায় নি। বরং এটা হল স্বর্গীয় অস্ত্র, যেমনটি সহীহ্ হাদীসমূহে প্রমাণিত।

যদি বলা হয়, হযরত মূসার সদৃশ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেহেতু মূসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেহেতু হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সদৃশ হিসাবে কেন একজন 'উম্মতী' এলেন? এর উত্তর এই যে, মূসা (আ.)-এর 'মসীল' বা সদৃশের (সা.) নবুওয়তের মহতী মর্যাদা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এবং 'খাতামুল-আম্বিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনার্থে যদি (স্বাধীন-স্বতন্ত্র) কোন নবী আসতেন, তাহলে 'খাতামুন্-নবীঈন'-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় বিঘ্ন ঘটতো। আর এটি তো প্রমাণিত যে, মুহাম্মদী মসীহ্ ইস্রাঈলী মসীহ্র ওপর আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কেননা, তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) সর্বব্যাপক। হযরত মসীহ্র দাওয়াত ছিল বিশেষ পরিধির মাঝে সীমিত। আর এই সমাগত মসীহ্কে মহানবী (সা.)-এর বদৌলতে তাঁর প্রসাদস্বরূপ বিরুদ্ধবাদী সকল ফির্কার সন্দেহ-সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয়ভাবে সেই 'হিকমত' (প্রজ্ঞা) ও 'মা'রেফত' (তত্ত্বজ্ঞান) শেখানো হয়েছে যা মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে শেখানো হয় নি। কারণ, আবশ্যকীয়তা ছাড়া কোন জ্ঞান প্রদান করা হয় না। "ওয়া মা নুনায্যিলুহু ইল্লা বিক্বাদারিম্ মা'লুম।" [অর্থাৎ, "এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না' (আল্ হিজর : ২২)–অনুবাদক]।

কুরআন করীম অনুযায়ী আখেরী যুগে এই উম্মতে মসীহ্-সদৃশ মহাপরুষের আগমন এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন করীম এর কয়েক জায়গায় বর্ণনা করে যে, এই উম্মতকে অবিকল সেই ধারায় খিলাফত দান করা হবে, আর অবিকল সেই ধারায় এই উম্মতে খলীফাগণ আগমন করবেন, যেভাবে ও যে ধারায় আহ্লে-কিতাবদের মাঝে আগমন করেছিলেন। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, আহলে-কিতাবদের মাঝে খলীফাগণ আগমন করেছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে, আহ্লে-কিতাবদের মাঝে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের ওপর খলীফাগণের আগমনের সমাপ্তি ঘটে। মসীহ-ইবনে-মরিয়ম প্রকৃতপক্ষে মূসা আলাইহিস সালামের আখেরী খলীফা ছিলেন। এ কারণেই কুরআন করীম প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উম্মতের খলীফাগণের পরিসমাপ্তিও প্রতিশ্রুত মসীহ্র ওপর হওয়াটাই আবশ্যকীয় ছিল। আর যেভাবে মূসীয় শরীয়তের সূচনা মূসার

মাধ্যমে হয়েছিল এবং মসীহ্-ইবনে মরিয়মের ওপর এর পরিসমাপ্তি হয়েছিল, অনুরূপভাবে এই উম্মতের জন্য এমনটা হওয়া জরুরী ছিল। ‘ফা-তূবা’ লিহাযিহিল উম্মাহ্’ (-‘এই উম্মতের জন্য এটি মুবারক’ –অনুবাদক)।

আর পবিত্র হাদীস সমূহে যে মসীহ্-ইবনে মরিয়মের ‘নুযুল’ (অবতরণ) শব্দ রয়েছে– এ সম্পর্কে আমরা এ গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি যে, ‘নুযুল’ শব্দ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয় না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহেজ ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অতিস্পষ্টাক্ষরে পবিত্র কুরআনে লিখা হয়েছে ঃ “ক্বাদ্ আন্যালাল্লাহু ইলাইকুম যিকরার্ রসূলানা” [(আত্ তালাক্ব : ১১, ১২) অর্থ: ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মহা সম্মানের কারণ এক রসূল অবতীর্ণ করেছেন।’ –অনুবাদক)] অতএব, এ দ্বারা কি এমনটি বুঝে নেওয়া উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আকাশ থেকে নাযেল বা অবতীর্ণ হয়েছিলেন?! বরং কুরআন করীমে এ আয়াতও রয়েছে ঃ “ওয়া ইম্মিন শাইয়িন ইল্লা ইন্দানা খাযায়িন্হু ওয়া মা নুনায্যিলুহু ইল্লা বি-ক্বাদারিম্ মা’লুম” অর্থাৎ, ‘দুনিয়ার সব জিনিসের ভাণ্ডার আমাদের কাছে মজুদ রয়েছে। প্রয়োজনের মাত্রানুপাতে এবং প্রজ্ঞা ও চাহিদানুযায়ী আমরা সেগুলো অবতীর্ণ করে থাকি।’ (আল্ হিজরঃ ২২)। এ আয়াতটিতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, দুনিয়াতে যে প্রতিটি জিনিস দেখতেপাওয়া যায় সেটি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরূপে অবতীর্ণ হয়েছে যে এ জিনিসগুলোর আবশ্যকতার কারণসমূহও সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বটে। আর তেমনি তাঁরই ইল্হাম, ইল্ক্বার করণে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদানে প্রতিটি শিল্প, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক আয়োজন প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনোটিই প্রয়োজনের বেশি প্রকাশ পায় না। বস্তুত: প্রত্যেক মামুর বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের পরিধিও যুগের চাহিদার অনুপাতেই নির্ধারিত হয়। অনুরূপ ধারা ও পদ্ধতিতেই কুরআন করীমের সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও কেবল যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্মোচিত হয়ে থাকে। যেমন, আমরা যে-যুগে বাস করি এবং দাজ্জালী দলগুলোর মোকাবেলায় যে-সব কুরআনিক জ্ঞানতত্ত্বের এখন আমাদের প্রয়োজন রয়েছে, সে-রকম প্রয়োজন ঐ লোকদের ছিল না যারা এই দাজ্জালী দল বা জাতিগুলোর যুগ পায় নি। অতএব, সে-সব সংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের ওপর প্রচ্ছন্ন ও গোপন থাকে এবং আমাদের প্রতি উন্মোচিত হয়। যেমন, সত্যিসত্যি মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম (আকাশ থেকে) দুনিয়ায় উপস্থিত হবেন– এই অপেক্ষায় বহু লোক গত হয়েছেন। কিন্তু খোদা তা’লার হিকমত ও প্রজ্ঞায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এই রহস্য খোলা হয় নি যে মসীহ্র পুনরাগমন দ্বারা কী বোঝায়। এখন যে ইহুদীবাদের সাধারণভাবে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, এর চেহারা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং মসীহ্কে জীবিত মান্য করায় খৃষ্টানদের পক্ষে নিজেদের শির্ক ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণা বিস্তারে অনেকটা সাফল্য লাভ হয়েছে। তাই খোদা তা’লা চেয়েছেন, প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা হোক। অতএব তিনি এখন জোরালো প্রমাণের মাধ্যমে প্রকাশিত করেন, ইস্রাঈলী মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যে মারা যায় সে আর কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসে না। যেমন, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসটিতেও মিশ্কাতের ‘মানাকিব’ সম্পর্কিত অধ্যায়ে লেখা আছে ঃ ক্বালা ক্বাদ্ সাবাক্বাল্ ক্বওলু মিন্নি আন্নাহুম্ লা ইয়ারজিউন রাওয়াহু তিরমিযি” অর্থাৎ ‘যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা আর কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসবে না।’ *(চলবে)*

ভাষান্তর:

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ০৬ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

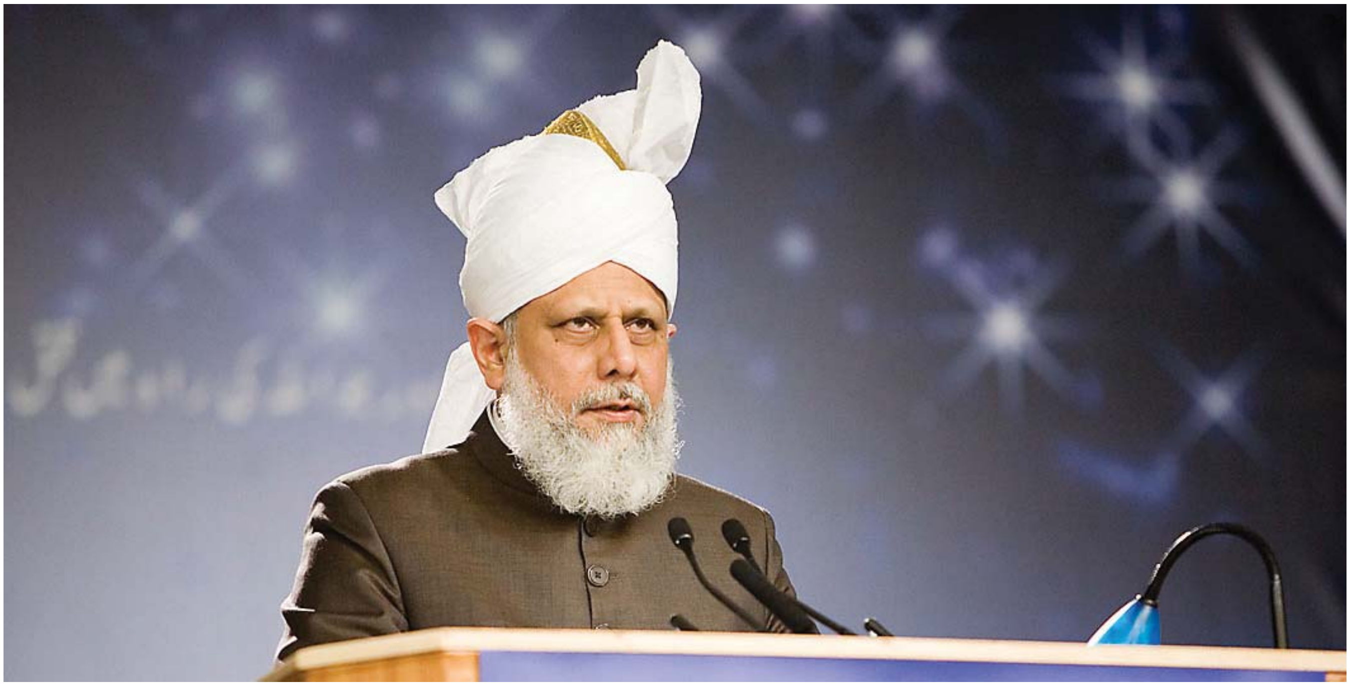

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করছিলাম, যা সম্পূর্ণ হয় নি। তার সম্পর্কে আজ আরো কিছু ঘটনা ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের নির্দেশে তার মিত্র বনু কায়নুকা গোত্র যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মতো হযরত উবাদা (রা.)-ও তাদের মিত্র ছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের জের হিসেবে সেই গোত্র থেকে তিনি পৃথক হয়ে যান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর খাতিরে তিনি তাদের মিত্রতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(সূরা মায়েদা: ৫২)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে-ই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে নিশ্চয় তাদেরই গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেম জাতিকে হেদায়েত দেন না। (আল ইসাবাহ ফী তাময়িযিস্ সাহাবা লে-ইবনে হাজার আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৬, উবাদা বিন সামেত, ২০০5 সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এর অর্থ মোটেই এটি নয় যে, খ্রিষ্টান বা ইহুদীর জন্য কোন উপকারী বা কল্যাণকর কথা কখনো বলা যাবে না বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যাবে না, বরং এর অর্থ

হলো, যেসব ইহুদী বা খ্রিষ্টান তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কেননা, অন্যত্র আল্লাহ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না বা তোমাদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে বারণ করেন না আর তারা কাফের, ইহুদী বা খ্রিষ্টান যে-ই হোক না কেন। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

(সূরা মুমতাহানা: ৯)

অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা দুর্বলতা, ভয় এবং হীনম্মন্যতার কারণে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রেখো না। উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'লার প্রতি তোমাদের তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকা উচিত আর তোমরা যদি নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়ন সাধন কর তাহলে খোদা তা'লাও তোমাদের সাথে থাকবেন। কিন্তু আজকাল আমরা দেখি যে, দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম দেশগুলো সাহায্যের জন্য সেই অ-মুসলিমদের ক্রোড়েই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে আর তাদেরকেই ভয় পায়। এর যে ফলাফল বের হয় তা হলো, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র অ-মুসলিমদের সাহায্য নিয়ে অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে । এ অমুসলিমরাই ইসলামের গোড়া কর্তনের কারণ হচ্ছে। যাহোক, আমরা দোয়া করছি, এসব মুসলিম রাষ্ট্রকেও যেন আল্লাহ তা'লা সুমতি বা কাণ্ডজ্ঞান দান করেন। যাহোক, যে ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো, বনু কায়নুকা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদেরকে ঘেরাও করা হয় অতঃপর যুদ্ধ হয় এবং তারা পরাজিত হয়। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে সীরাত খাতামান্নাবিঈন (সা.) পুস্তকে উক্ত ঘটনার উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তা হলো, সেই যুদ্ধের পর যখন তাদের অর্থাৎ বনু কায়নুকা'র পরাজয় হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনা হলো:-

বদরের যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সংখ্যাস্বল্পতা এবং সহায়সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের'কে কুরাইশের এক বিশাল সেনাদলের বিপক্ষে বিজয় দান করেন এবং মক্কার বড় বড় রথী-মহারথীরা ধুলোয় মিশে যায়, তখন মদিনার ইহুদীদের হৃদয়ে হিংসার সুপ্ত অগ্নি যা লুক্কায়িত ছিল তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। মুসলমানদের সাথে তারা প্রকাশ্যে তর্কাতর্কি শুরু করে দেয় আর বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রকাশ্যে বলা শুরু করে যে, কুরাইশ সেনাদলকে পরাজিত করা এমন কী বড় বিষয় ছিল! আমাদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবেলা হলে আমরা দেখিয়ে দিব যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। এমনকি এক সমাবেশে স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর তারা এ ধরনেরই বুলি আওড়ায়। অতএব রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর যখন মহানবী (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি (সা.) একদিন ইহুদীদেরকে একত্রিত করে নসীহত করেন এবং নিজ দাবি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর (সা.) এই শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিভরা বক্তব্যের বিপরীতে ইহুদী গোত্রাধিপতিরা যে ভাষায় জবাব দিয়েছিল তা হলো, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি সম্ভবত গুটিকতক কুরাইশকে হত্যা করে দাম্ভিক হয়ে উঠেছ । তারা ছিল রণকৌশল সম্বন্ধে অনবহিত । আমাদের সাথে যদি তোমাদের মোকাবিলা হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে, যোদ্ধা কেমন হয়ে থাকে। আর ইহুদীরা কেবল এই সাধারণ হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং মনে হচ্ছিল যেন তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও শুরু করে দিয়েছে। কেননা একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, সেই দিনগুলোতে একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী তালহা বিন বারা'আ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে ওসিয়্যত করেছিলেন, আমি যদি রাতে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার জানাযা'র জন্য রাতে যেন মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেয়া না হয় আর তা এই কারণে যে, কোথাও এমন যেন না হয়, আমার কারণে ইহুদীদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) কোন দুর্ঘটনা কবলিত হন। অর্থাৎ জানাযার জন্য তিনি (সা.) রাতে আগমন করবেন আর ইহুদীরা তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। যাহোক, বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীরা প্রকাশ্যে দুষ্কৃতির আশ্রয় নেয় আর যেহেতু মদিনার ইহুদীদের মাঝে বনু কায়নুকা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সাহসী ছিল, তাই সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তি ভঙ্গ হয়। যেভাবে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মদিনার ইহুদীদের মাঝে সর্বপ্রথম বনু কায়নুকা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, যা তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল আর বদরের পর তারা বেপরোয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ করে আর সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের মনিব মহানবী (সা.)-এর পথ-নির্দেশ অনুযায়ী সকল পর্যায়েই ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে নি, বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে- ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত উক্ত চুক্তিনামা'র পর মহানবী (সা.) ইহুদীদের মনস্তুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক মুসলিম এবং এক ইহুদী'র মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইহুদী ব্যক্তি সকল নবীর ওপর হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। উক্ত সাহাবী এতে রাগান্বিত হন এবং সেই ইহুদীর সাথে তিনি কিছুটা রূঢ় আচরণ করেন এবং বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন, তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র রসূলদের পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বেড়ানো তোমার কাজ নয়? এরপর ক্ষেত্র বিশেষে তিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ইহুদীর মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু এমন মনরক্ষামূলক আচরণ এবং নম্রতা ও মমতাপূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের দুষ্কৃতির মাত্রা বাড়িয়েই চলছিল। অবশেষে ইহুদীদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের কারণ সামনে আসে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে বা অন্তরে লুক্কায়িত যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল তা বক্ষে সুপ্ত থাকে নি বরং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর তা এভাবে হয়েছে যে, বাজারে এক ইহুদীর দোকানে একজন মুসলমান মহিলা কিছু সওদা ক্রয় করতে যান। তখন সেই দোকানেই বসে থাকা কিছু দুষ্কৃতকারী ইহুদী সেই মহিলাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে উত্যক্ত করে এবং সেই দোকানদার নিজে দুস্কৃতিমূলকভাবে সেই মহিলার অজ্ঞাতে তার নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদের একটি প্রান্ত কাঁটা বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা তার পিঠের কাপড়ের সাথে টানিয়ে দেয় (হয়ত হুক জাতীয় কিছু লাগানো ছিল অথবা কাঁটা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে ছিল যার সাথে তার কাপড় আটকে দেয়)। তাদের বখাটে আচরণের ফলশ্রুতিতে সেই মহিলা যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে উদ্যত হন তখন তার কাপড় খুলে যায় অর্থাৎ তিনি নগ্ন হয়ে পড়েন। এতে সেই ইহুদি দোকানদার এবং তার সাথীরা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে। মুসলমান সেই মহিলা লজ্জায় চিৎকার করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। ঘটনাক্রমে কোন এক মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং সেখানে দুই পক্ষের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে যায় আর ইহুদি দোকানদার নিহত হয়। যার ফলে সেই মুসলমান ব্যক্তির ওপর চতুর্দিক থেকে তরবারির মাধ্যমে তারা আক্রমণ করে আর আত্মাভিমানী সেই মুসলমান সেখানেই লুটিয়ে পড়েন আর এভাবে শাহাদত বরণ করেন বা নিহত হন। এ ঘটনা জানার পর মুসলমানদের মাঝেও জাতিগত আত্মাভিমান জেগে উঠে, তাদের চোখে রক্ত নেমে আসে আর অপরদিকে যেসব ইহুদি এই ঘটনাকে যুদ্ধের অজুহাত বানাতে চাচ্ছিল তারাও দলবদ্ধ হয়ে যায় আর এক দাঙ্গার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বনু কায়নুকার নেতৃবৃন্দকে সমবেত করে বলেন- এমন আচরণ শোভনীয় নয়। এমন দুষ্কৃতি হতে তোমরা বিরত হও এবং খোদাকে ভয় কর। কিন্তু অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ এবং লজ্জিত হওয়া আর ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে তারা পক্ষান্তরে অত্যন্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ ও বিদ্রোহাত্মক উত্তর দেয় এবং সেই একই হুমকির পুনরাবৃত্তি করে বলে, বদরের বিজয়ের জন্য গর্বিত হয়ো না; আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে বুঝবে, যোদ্ধারা এমনই হয়ে থাকে। যাহোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু কায়নুকার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার এটিই ছিল শেষ সুযোগ। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে সেখানে যান, তখন ইহুদিদের উচিত ছিল, তারা যেসব বাড়াবাড়ি করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং মিমাংসার হাত বাড়ানো। কিন্তু তারা এর বিপরীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যাহোক, যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে যায় আর ইসলাম এবং ইহুদি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই যুগের নিয়মানুসারে যুদ্ধের একটি রীতি ছিল, নিজেদের দুর্গাভ্যন্তরে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করা আর অপরদিকে প্রতিপক্ষ দুর্গ অবরোধ করে রাখতে। যারা আক্রমণ করত, তারা দুর্গ অবরোধ করত অর্থাৎ সেটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখত। সময় সুযোগ মত একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাত। এভাবে হয় অবরোধকারী দল দুর্গ দখল করা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিত; অর্থাৎ নিজেদের ঘেরাও তুলে নিয়ে চলে যেত আর এটিকে দুর্গের ভেতরে অবস্থানরত লোকদের অর্থাৎ অবরুদ্ধ লোকদের বিজয় মনে করা হতো। অথবা দুর্গের ভিতরে যারা আবদ্ধ অবস্থায় থাকত তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে নিজেদেরকে বিজয়ীদের হাতে সমর্পণ করত। বনু কায়নুকা এই রীতিই অবলম্বন করে এবং নিজেরা দুর্গ বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান নেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অবরোধ করেন, দুর্গের চুতর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন আর লাগাতার ১৫ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অবশেষে বনু কায়নুকার পুরোশক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে তাদের দর্পচূর্ণ হয়ে যায়, তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গের দ্বার খুলে দেয় যে, তাদের সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের প্রাণ

ও তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর মুসলমানদের কোন অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নেন। কেননা মূসায়ী শরিয়ত অনুযায়ী যদিও এরা সবাই হত্যাযোগ্য ছিল; অর্থাৎ এমন পরিস্থিতিতে তওরাত, যা মূসায়ী শরিয়ত, সেটির ভাষ্য হলো–এদেরকে হত্যা করা হোক। আর চুক্তি অনুসারে তাদের জন্য মূসায়ী শরিয়তের সিদ্ধান্তই কার্যকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি সেই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর দয়ালু ও কৃপাময় প্রকৃতির পক্ষে সেই চরম শাস্তির দিকে সূচনাতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না, যা কি-না চূড়ান্ত প্রতিকার হয়ে থাকে। কিন্তু অপরদিকে এমন বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের মদিনায় থাকাটাও নিজের আস্তিনে সাপ পুষে রাখার চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক ছিল না; অর্থাৎ নিজের বগলে সাপ পুষে রাখা বা আস্তিনের নিচে সাপ পুষে রাখার মতো এক বিষয় ছিল। বিশেষত যখন কিনা অওস ও খাযরাজ গোত্রের একদল মুনাফিক আগে থেকেই মদিনায় উপস্থিত ছিল এবং বাহির থেকেও সমগ্র আরবের বিরোধিতা মুসলমানদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত দেয়াই সম্ভব ছিল যে, বনু কায়নুকা যেন মদিনা ছেড়ে চলে যায়। তাদের অপরাধের তুলনায় এবং সেই যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই শাস্তি নিতান্তই হালকা একটি শাস্তি ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাতে কেবল আত্মরক্ষার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, মদীনার মুসলমানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নতুবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখছেন, আরবের যাযাবর জাতিগুলোর কাছে এই স্থানান্তরিত হওয়াটা কোন বড় বিষয় ছিল না। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত, হিজরত করতে থাকত। বিশেষত যখন কোন গোত্রের জমি-জমা ও বাগান ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি না থাকে; যেমন কি-না বনু কায়নুকা'র ছিল না, অর্থাৎ তাদের স্থাবর সম্পত্তি ছিল না; উপরন্তু পুরো গোত্র শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে গিয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ পায়– এভাবে তাই বনু কায়নুকা অতি স্বাচ্ছন্দ্যে মদিনা ছেড়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। তাদের যাত্রার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ইত্যাদির দায়িত্ব মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবী উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন যিনি ছিলেন তাদের অন্যতম মিত্র ; যার স্মৃতিচারণ এখন করা হচ্ছে। অতএব উবাদা বিন সামেত (রা.) কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত বনু কায়নুকা'র সাথে যান এবং তাদেরকে নিরাপদে সামনে এগিয়ে দিয়ে ফেরত আসেন। যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ছিল কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কিংবা তাদের পেশাসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি। এগুলো ছাড়া তেমন কোন জিনিস যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলমানরা নেয় নি। [সীরাত খাতামান্নাবেঈন (সা.), পৃ. ৪৫৮-৪৬০ দ্রষ্টব্য]

এই বিষয়ে সীরাতুল হালবিয়াতেও কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন যে, সেই ইহুদিদেরকে যেন মদিনা থেকে চিরকালের জন্য বহিষ্কার করে দেশান্তরী করা হয়। তাদের দেশান্তরের দায়িত্ব তিনি (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন এবং ইহুদিদেরকে তিনি মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেন। অতএব তিন দিন পর ইহুদিরা মদিনাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। এর আগে ইহুদিরা হযরত উবাদা বিন সামেতের কাছে আবেদন করেছিল যে, তাদেরকে তিন দিনের যে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, তা যেন কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু হযরত উবাদা (রা.) বলেন- না, এক মিনিটও তোমাদের ছাড় দেয়া হবে না বা সময় বাড়ানো হবে না। এরপর হযরত উবাদা (রা.) নিজ তত্ত্বাবধানে তাদেরকে দেশান্তরিত করেন এবং তারা সিরিয়ার একটি গ্রামের খোলা ময়দানে বসবাস শুরু করে। (আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, বাব যিকরে মাগাযিয়্যাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, গাযওয়াতু বনী কায়নুকা, পৃ. ২৮৭, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) কর্তৃক আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ব্যস্ততা অনেক বেশি ছিল, তাই মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ যখন মহানবী (সা.)-এর সকাসে উপস্থিত হতো, তখন তিনি (সা.) তাকে কুরআন শিখানোর জন্য এই বলে আমাদের মধ্য থেকে কারো ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন যে, তাকে নিয়ে যাও এবং কুরআন শিখাও আর পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও প্রদান কর। তিনি (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) এক ব্যক্তির দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেন। সেই ব্যক্তি আমার সাথে আমার ঘরেই থাকতো এবং আমি তাকে নিজ পরিবারের সাথে খাবার খাওয়াতাম এবং তাকে কুরআন শিখাতাম। সে যখন নিজ গৃহে ফিরে যাচ্ছিল তখন সে ভাবলো, তার ওপর আমার অধিকার বর্তায় অর্থাৎ, আমার ঘরে থাকার কারণে, এত সেবা করার কারণে এবং কুরআন শিখানোর কারণে তার ওপর আমার কিছু অধিকার বর্তায়। এ কারণে সে আমাকে একটি ধনুক উপহারস্বরূপ প্রদান করে (তীর ধনুকের মধ্য হতে একটি ধনুক উপহার দেয়)। তিনি বলেন, সেটি এত উন্নত মানের ধনুক ছিল যে, এর চেয়ে ভালোকাঠ এবং নম্যতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ধনুক এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হই এবং

এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়ে গেছে, এটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি (সা.) বলেন, এটি তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে একটি অঙ্গারস্বরূপ, যা তুমি ঝুলিয়েছো। অর্থাৎ, এই যে উপহার তুমি গ্রহণ করেছ, এটি সে এ কারণে দিয়ে গেছে যে, তুমি তাকে কুরআন পড়িয়েছ আর এভাবে তুমি আগুন নিয়েছ যা নিজের কাঁধে ঝুলাচ্ছো। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩, মুসনাদ উবাদা বিন সামেত, হাদীস নং ২৩১৪৬, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

অপর এক রেওয়ায়েতে, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে কুরআন পড়িয়েছি এবং লিখতে শিখিয়েছি। এজন্য তাদের একজন উপহারস্বরূপ আমার কাছে একটি ধনুক প্রেরণ করে। আমি ভাবলাম, এটি তো কোন সম্পদ নয় আর কোন বস্তুও নয় কিংবা সোনা রুপা আর অর্থকড়িও নয়। আমি এটি দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে তিরন্দাজী করব। এটি তো কেবল একটি ধনুক যা আমার কোন কাজে আসবে। কখনো যদি জিহাদের সুযোগ আসে, তখন তিরন্দাজীর সুযোগ লাভ হবে আর আল্লাহ্‌র পথেই এটি ব্যবহৃত হবে। যাহোক তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন- তুমি যদি আগুনের বেড়ি পরিধান করা পছন্দ কর, তাহলে তা গ্রহণ কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, বাবুল আজ্‌রে আলা তালীমুল কুরআন, হাদীস নং ২১৫৭)

অর্থাৎ তুমি যদি চাও যে, আগুনের একটি বেড়ি তোমার গলায় পরানো হোক তাহলে ঠিক আছে, তা নিয়ে নাও। এই দু'টি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে আসলেও বর্ণনা দু'টি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। হাদীস বিষারদগণ এই রেওয়ায়েতের থেকে যে ব্যাখ্যা করেন তা হলো, সেই ধনুকটি ছিল কুরআন পড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবে, যা মহানবী (সা.) অপছন্দ করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র কুরআন পড়ানোকে যারা আয়ের উৎস বানিয়ে নেয় তাদের জন্যও এতে দিকনির্দেশনা রয়েছে।

হযরত রাশেদ বিন হুবায়েশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য তার কাছে যান যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, তোমরা কি জান আমার উম্মতের শহীদ কারা? মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। মহানবী (সা.) এসেছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য। সেখানে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, আমার উম্মতের শহীদ কারা? মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকলে হযরত উবাদা (রা.) তাদেরকে বলেন, আমাকে বসতে সাহায্য কর। সুতরাং মানুষ তাকে বসিয়ে দেয়। হযরত উবাদা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, শহীদ কারা? যারা সাহসিকতা ও অবিচলতার সাথে লড়াই করে এবং পুণ্যের আশা রাখে তারা শহীদ। মহানবী (সা.) বলেন, শুধুমাত্র এতটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমার উম্মতে শহীদদের সংখ্যা স্বল্পই হলো। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া শাহাদত, প্লেগের কারণে মৃত্যু বরণও শাহাদত, যখন মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়, কোন মু'মিনও যদি তাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আর সে উত্তম মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে তা শাহাদত। অতঃপর পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করাও শাহাদত বা শহীদ হওয়া আর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করাও শাহাদত। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণকারী মহিলাকে তার সন্তান নিজ হাতে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২, মুসনাদ রাশেদ বিন হুবায়েশ, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

অর্থাৎ এমন মহিলা যে সন্তান জন্মদানের সময় রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ করে, এ সময়কালে রক্তক্ষরণের এই অবস্থা যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে, এ সময়ে এ কারণে বা দুর্বলতার কারণে যদি মৃত্যুবরণ করে, অর্থাৎ সন্তান জন্মদানের কারণে যদি মারা যায়, তাহলে তাকেও তার সন্তান টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ সন্তানই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে।

সহীহ বুখারীতে যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা আমি উল্লেখ করেছি আর তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী, মাটিতে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় শাহাদত বরণকারী। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌ সিয়ার, হাদীস নং ২৮২৯)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর জন্য প্লেগকেও একটি নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা হয়েছিল। নিদর্শন হলো, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা প্লেগের আক্রমণের শিকার হবে না। এখানে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন । সর্বত্র যদি এক মহামারী ছড়িয়ে থাকে এবং একজন মু'মিন তথা পূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি যদি এই কারণে মারা যায়, তাহলে মহানবী (সা.) বলেছেন, সে শহীদ।

ইসমাইল বিন উবায়েদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা (রা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি তখন আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলাম। আমরা তাঁর (সা.) হাতে এই শর্তে বয়আত করেছিলাম যে, আগ্রহে ও অনাগ্রহে তথা সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনবো ও মান্য করবো; সচ্ছলতায় ও দারিদ্রে খরচ করবো, সৎকাজের আদেশ দিব এবং অসৎকাজ করতে বারণ করবো, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সঠিক কথা বলবো এবং এ বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপ করবো না আর মহানবী (সা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনে তাঁকে সাহায্য করবো এবং নিজ প্রাণ ও স্ত্রী-সন্তানের বিনিময়ে হলেও তাঁর (সা.) সুরক্ষা করবো। এ সমস্ত শর্তে আমরা বয়আত করেছিলাম; যার বিনিময়ে আমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অতএব এই ছিল মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আতের শর্ত যা মেনে আমরা বয়আত করেছিলাম। যে এটি ভঙ্গ করে সে নিজের ক্ষতি সাধন করে। যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূর্ণ করবে যা মেনে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বয়আত করেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা এই বয়আতের কারণে মহানবী (সা.) মাধ্যমে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একবার হযরত উসমান গণি (রা.)-কে এক চিঠিতে লিখেন, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) এর কারণে সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীরা আমার বিপক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এখন হয় আপনি উবাদাকে (রা.) আপনার কাছে ডেকে নিন অথবা আমিই তার ও সিরিয়ার মধ্য হতে সরে দাঁড়াই, অর্থাৎ আমি এখান হতে চলে যাই। হযরত উসমান (রা.) লিখেন, আপনি হযরত উবাদা (রা.)-কে বাহনে চড়িয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় তার নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। সুতরাং হযরত মুআবিয়া (রা.) তাকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে যান। হযরত উবাদা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে তার বাড়িতে যান যেখানে এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেউ ছিল না, অর্থাৎ যিনি সাহাবীদের পেয়েছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে তিনি ঘরের একটি কোণায় বসা অবস্থায় পান। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তার দিকে তাকান এবং বলেন, হে উবাদা বিন সামেত! আপনার এবং আমাদের মধ্যকার বিষয়টি কী? তখন হযরত উবাদা (রা.) মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার পর এমন লোকেরা তোমাদের শাসক হবেন, যারা তোমাদের এমন কাজ করানোর যেগুলোকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং এমন কাজকে তোমাদের অপছন্দ করাবেন যেগুলোকে তোমরা ভালো মনে কর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে তার কোন আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করো না। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫, মুসনাদ উবাদা বিন সামেত , হাদীস নং ২৩১৪৯-২৩১৫০, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

কিছু কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হতে পারে। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) এবং হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) এর মাঝেও এ ধরনের কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতো। গত খুতবায়ও এটি উল্লেখ করেছিলাম যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও একবার এমনটি হয়েছিল আর হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) যেহেতু প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর বিভিন্ন ধরনের মাসলা মাসায়েল তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি শুনেছেন তাই তিনি এগুলোর ওপর খুব কঠোরভাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতেন এবং অন্যদেরকেও আমল করাতেন আর বলতেন যে, এটিই সঠিক। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন হযরত আমীর মুআবিয়ার সাথে তার অর্থাৎ হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)-এর কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.)-কে বলেন, তুমি তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, তিনি যেসব মাসায়েল (ধর্মীয় বিধি-নিষেধ) বর্ণনা করেন তা তাকে করতে দাও আর তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। [সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস- ১৮]

কিন্তু হযরত উসমানের যুগে পুনরায় যখন এ বিষয়টি সামনে আসে, তখন হযরত উসমান (রা.) তাকে সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে আনেন। মোটকথা হযরত উবাদা (রা.)–এর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি বেশ কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিনি নিজে সেগুলো বুঝতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শোনার কারণে তিনি কখনো দ্বিমত পোষণ করতেন আবার কিছু কিছু বিষয় বলেও দিতেন। যেমন লেনদেন, বিনিময় বা ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। যাহোক, এটি ব্যাপক একটি বিষয় যা এখন এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমীর মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে এবিষয় নিয়েও তার মতবিরোধ হয়েছিল। যাহোক, তার কাছে কিছু যুক্তি-প্রমাণ ছিল আর তিনি সে অনুযায়ী নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমীর মুআবিয়া (রা.) নিজস্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। কিন্তু কুরআন-হাদীসের বর্ণনা এবং বর্তমান যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলিল প্রমাণ ব্যতীত এভাবে মতবিরোধ করে বেড়ানো সবার কাজ নয়। মনে রাখতে হবে, নীতিগত একান্ত জরুরী বিষয়

হলো, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, তার মাঝেই থাকতে হবে। অতএব এটিই প্রত্যেক আহমদীর নিজ দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। এছাড়া আনুগত্যের গণ্ডিতেও থাকতে হবে।

হযরত আতা বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর পুত্র ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার পিতা অর্থাৎ হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর মৃত্যুকালে ওসীয়্যত কী ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত উবাদা (রা.) আমাকে ডেকে বলেন- হে আমার পুত্র! খোদা তা'লাকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া তুমি ততক্ষণ অবলম্বন করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনবে, অর্থাৎ ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, আর অদৃষ্টের ভালমন্দের প্রতি ঈমান না আনবে। সুতরাং তুমি যদি এগুলো ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি আগুনে প্রবেশ করবে। (সুনান আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল কাদার, হাদীস নং- ২১৫৫)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.) এর ঘরে আসতেন, যিনি হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁকে (সা.) খাবার খাওয়াতেন। একবার মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম (রা.) এর ঘরে আসলে তিনি তাঁকে (সা.) আহার করান এবং মহানবী (সা.)-এর মাথা দেখতে শুরু করেন ও মাথায় বিলি কাটতে আরম্ভ করেন। এতে মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর মুচকি হাসির সাথে ঘুম থেকে জাগ্রত হন। হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে মুচকি হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের এমন কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয় যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। সামুদ্রিক সফর তারা এমন অবস্থায় করছে যেন তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্। মতান্তরে বলেন, সেসব বাদশাহ্‌র ন্যায়, যারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে। কোন শব্দ তিনি (সা.) বলেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারী নিশ্চিৎ ছিলেন না। যাহোক, হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন। এরপর মহানবী (সা.) বালিশে স্বীয় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (সা.) আবার মুচকি হাঁসীর সাথে জাগ্রত হন। উম্মে হারাম বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে মুচকি হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) প্রথমোক্ত কথা যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তো পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। হযরত উম্মে হারাম (রা.) মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এর যুগে সামুদ্রিক সফরে অংশ নেন এবং যখন তীরে আসেন, তখন নিজ বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং- ২৭৮৮-২৭৮৯)

মহানবী (সা.) উম্মে হারাম (রা.)-এর ঘরে যেতেন। কেননা তার সাথে মহানবী (সা.)-এর মাহরাম সম্পর্ক ছিল। এমন নয় যে, তিনি তাঁর (সা.) পরস্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, উম্মে হারাম (রা.) মিলহান ইবনে খালেদ এর মেয়ে। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আনাস (রা.)-এর খালা ছিলেন এবং তার মা ছিলেন উম্মে সুলায়েমের বোন। তারা উভয়ে অর্থাৎ উম্মে হারাম এবং উম্মে সুলায়েম দুধের সম্পর্কের দিক থেকে বা কোন আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর খালা ছিলেন। (আল ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩১, ১৯৯২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

ইমাম নববী লিখেছেন, সব আলেম ঐক্যমত হলো, উম্মে হারাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাহরাম ছিলেন (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ অবৈধ)। তাই মহানবী (সা.) অকৃত্রিমভাবে কখনো কখনো দুপুর বেলা তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু কীভাবে মাহরাম ছিলেন সেটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মাহরাম যে ছিলেন- একথা সবাই মানে কিন্তু সম্পর্কের দিক থেকে কোন ধরণের মাহরাম ছিলেন, এটি নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেছেন।

(ইমাম নববী রচিত আল মিনহাজ বাশর্‌হে সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, হাদীস নং- ১৯১২, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

যাহোক, কেউ কোন সম্পর্কের দিক থেকে মাহরাম বলেছেন আবার কেউ ভিন্ন সম্পর্কের দিক থেকে। হযরত উম্মে হারাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করেন আর হযরত উসমান যুন্নুরাইন এর যুগে তিনি তার স্বামী উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর সাথে (যিনি আনসারদের মধ্যে হতে খুব সম্মানিত একজন সাহাবী ছিলেন, যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে,) আল্লাহ্‌র পথে তার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছে শাহাদাতের

মর্যাদা লাভ করেন। মহানবী (সা.) যে রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) দেখেছিলেন, তদনুযায়ীই তার শাহাদাত হয়।

বুখারীর ব্যাখ্যা 'উমদাতুল ক্বারী' এবং বুখারীর আরেকটি ব্যাখ্যা 'ইরশাদুস সারী'তে লেখা আছে যে, হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর মৃত্যু ২৭ থেকে ২৮ হিজরীতে হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর ইন্তেকাল আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে হয়েছিল। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ আর তার জীবনী রচয়িতাগণও সেটিই বর্ণনা করেছেন যে, সামুদ্রিক যুদ্ধে হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছেন তা হযরত উসমানের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল। মুআবিয়ার যুগ বলতে হযরত মুআবিয়ার শাসনকাল বুঝায় না, বরং এর দ্বারা সেই সময়কে বুঝানো হয়েছে যখন হযরত মুআবিয়া (রা.) রোমের বিরুদ্ধে একটি সামুদ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে হযরত উম্মে হারাম (রা.)ও নিজের স্বামী হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সামুদ্রিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছিলেন। আর এই ঘটনা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ঘটেছিল। (উমাদাতুল ক্বারী, শারহে সহীহ বুখারী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১২৮, দারে আহইয়াল তুরাসুল আরবী ২০০৩) (ইরশাদুস সারী, শাহরহে সহীহ বুখারী, লে-শিহাবুদ্দীন আল-কাসতালানী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩০, ২০১০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

জুনাদাহ বিন আবু উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যখন হযরত উবাদার নিকট যাই, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আপনি আমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনে থাকবেন, যেন আল্লাহ্ তালা আপনাকে কল্যাণ দান করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে ডাকেন আর আমরা তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করি। যেসব কথা মানার শর্তে তিনি (সা.) আমাদের বয়আত গ্রহণ করেন, সেই বিষয়গুলো হলো- আমরা এই কথায় বয়আত গ্রহণ করছি যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে বা সাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রেও শুনব আর আনুগত্য করব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য শাসকদের সাথে লড়াই করব না, তবে প্রকাশ্য কুফর ব্যতিরেকে, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৭০৫৫-৭০৫৬)

অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কুফরি করতে যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যথাযথ এখতিয়ার বা কর্তৃত্ব লাভ হলে তখন। সুনাবী বর্ণনা করেন, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর কাছে যখন যাই তখন তিনি মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে ছিলেন। আমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তিনি বলেন, থাম, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব এবং আমাকে যদি সুপারিশ করার আধিকার দেয়া হয় তবে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি তোমার উপকার সাধন করব। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছ থেকে শোনা সেই সমস্ত হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি, যেগুলোতে তোমাদের জন্য মঙ্গলের বাণী রয়েছে, শুধুমাত্র একটি হাদীস ব্যতিরেকে যা আজ মৃত্যুশয্যায় আমি তোমাদেরকে বলে যেতে চাই। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে উপাসনার যোগ্য আর কোন সত্তা নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা আগুনকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি মুসলমান। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৯)

আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা উন্নীত করুন, যারা এমনসব কথা আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি চারণ করতে চাই এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়াব। এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন সাঈদ সূকিয়া সাহেব যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

সংবাদ বিলম্বে পৌঁছানোর কারণে তার জানাযাও দেরিতে পড়ানো হচ্ছে।

মরহূম সিরিয়া জামা'তের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং প্রবীণ সদস্যদের একজন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন খতম করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আরবি ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে ও শুদ্ধ ভাষায় কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী ছিলেন। অধিকাংশ আহমদীদের তিনি কুরআন পাঠের সঠিক নিয়ম শিখাতেন। মোহতরম মুনীরুল হুসনি সাহেব তার ওপর অনেক ভরসা করতেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলেও উকিলের পেশা তার পছন্দ ছিল না। এজন্য তিনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন এবং এরপর পুরো দেশে বিশিষ্ট শিক্ষকদের একজন বলে তাকে গণ্য করা

হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং হেডমাস্টারের পদ পর্যন্ত তার পদন্নোতি হয়। মরহুমের তবলীগ করার প্রবল স্পৃহা ছিল। সবাইকে তবলীগ করতেন। কয়েক বছর পূর্বে যখন আরবী ডেস্ক-এর পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অনূদিত পুস্তাকাদি পুনঃমুদ্রণ করা হয় তিনি সবগুলো পাঠ করেন। তিনি বলতেন যে, এত দীর্ঘকাল আহমদী থাকার পর এখন আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে কী বলে গেছেন। এখন প্রথমবারের মতো আমি জামা'তের গুরুত্ব অনুধাবন করছি। এখন আমি প্রকৃত ইসলাম-আহমদীয়াত সম্পর্কে নতুনভাবে জ্ঞান অর্জন করছি। তার উত্তম চরিত্র আর সামাজিকতা এবং উদারতা ও আত্মাভিমান আর আত্মসম্মানবোধ এবং কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই অন্যদের সাহায্য করার গুণাবলী সম্পর্কে তাকে যারা জানে তাদের সবাই উল্লেখ করেছে এবং তারা এতে বেশ প্রভাবিত ছিল। তার পরিচিত সবার তার এসব গুণাবলীর কারণেই তার প্রতি ভালোবাসা ছিল। তিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। স্নেহপ্রবন পিতা এবং নিষ্ঠাবান স্বামী ছিলেন। তার বন্ধুত্বের গণ্ডি অনেক প্রসারিত ছিল। নামায এবং ইবাদতে নিয়মিত ছিলেন। যখনই কোন অর্থ পেতেন, তাথেকে চাঁদা আদায় করতেন। অনেক সময় নিজের পুরো টাকাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ সাহেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল উদ্দিন সাহেব আহমদী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং ক্ষমার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তানদের পক্ষে তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন এবং অন্যান্য সন্তানদেরও সত্য চেনার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, তিউনিসিয়ার মোকাররম আত্‌তৈয়্যব আল উবায়দি সাহেবের। গত ২৬ জুন তারিখে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তিনি নিজ গ্রামে একমাত্র আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং জামা'ত ও যুগ ইমামের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী আর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের প্রায় পুরো জীবন বিভিন্ন মসজিদে অতিবাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। অনেক বেশি যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। জামা'ত সম্পর্কে জানার পর বিলম্ব না করে কেন্দ্রে পৌঁছেন এবং তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবিতার প্রেমিক ছিলেন। জুমুআর নামায আদায়ের জন্য প্রায় পাঁচ ঘন্টা রেল গাড়িতে সফর করে কেন্দ্রে যেতেন। অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো তাকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত করাতেন। নিজের পরিবার এবং সমাজের পক্ষ থেকে তার ওপর অনেক চাপ ছিল। কিন্তু তিনি তার ঈমানে দৃঢ়চিত্ত থাকেন। বয়আতের প্রথম দিনেই মন খুলে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। তিনি যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন সাথে সাথেই ওসীয়্যত করেন। যুবকদের আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করতেন আর বলতেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে আমার ধনসম্পদে অনেক বরকত সৃষ্টি হয়েছে। মরহুম বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও কৃপা এবং মাগফিরাত করুন আর তার দোয়া এবং নেক ইচ্ছা সমূহ তার সন্তানসন্ততি ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষে গ্রহণ করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া আমাতুশ্ শকুর সাহেবার, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ যেমনটি আমি বলেছি, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কন্যা ছিলেন। এদিক থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পৌত্রি ছিলেন আর নানা-বাড়ির দিক থেকে হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) এবং হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে গ্রহণ করেন। এরপর লাহোর থেকে বিএড করেন। তার দু'বিয়ে হয়। প্রথমে তার বিয়ে হয়েছিল নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র শাহেদ খান সাহেবের সাথে। এই ঘরে তার সন্তানদের মধ্যে রয়েছে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। তার এক ছেলে আমের আহমদ খান ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং বর্তমানে তাহরীকে জাদীদে কাজ করছেন। বর্তমানে তার দু'জন দৌহিত্রও জামেয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করছে। তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল ডাক্তার মির্যা লেইক সাহেবের সাথে। এই ঘরে কোন সন্তানাদি নেই। তিনি জামা'তের বড় কোন পদে খিদমতের সুযোগ পান নি বটে কিন্তু সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে জামা'তের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন বিভাগে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছেন। যারা তার সম্পর্কে লিখেছেন তাদের প্রত্যেকেই একথা লিখেছেন যে,

গভীর সহযোগিতার প্রেরণা নিয়ে বিনয়ের সাথে তিনি আমাদের সাথে কাজ করতেন। লেখাপড়ার কাজের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি হযরত আম্মাজানের জীবনচরিতও লিখেছেন। নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) সম্পর্কেও দ্বিতীয় আরেকটি পুস্তক "মোবারেকা কি কাহানী মোবারেকা কি যবানী" (অর্থাৎ, মোবারেকা বেগমের ভাষায় মোবারেকার কাহিনী) লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তৃতীয় একটি বইও রচনা করেন যার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির কারণে প্রকাশিত হয় নি, যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর সহধর্মিণী হযরত বু'য়য়নব সাহেবা (রা.)-এর জীবনী ও জীবনচরিত সম্পর্কিত। অতএব এহলো লাজনাদের জন্য তার খুবই ভালো তিনটি পুস্তক বা সাহিত্য।

তার দৌহিত্রী মালাহাত বলেন, আমার নানী সর্বদা একথা বলতেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, সর্বদা হাসী মুখে থেকো, কেননা এটি সদকা-স্বরূপ। তিনি বলেন, তাই আমি তাকে দেখেছি, অন্তিম ব্যধিতেও অন্যদের দিকে হাসিমুখে তাকাতেন আর কষ্টের মাঝেও তার মুখে হাসি লেগেই থাকতো। তার রোগ অনেক কষ্টদায়ক ছিল। শেষের দিকে জানা যায় যে, তার ক্যানসার হয়েছে, কিন্তু পরম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে তিনি তা সহ্য করেছেন। একথা সর্বদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.)-ও বলতেন যে, তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সকল কষ্ট সহ্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও সর্বদা খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আরেকটি কথা রয়ে গেছে, আজ যেহেতু খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে তাই জুমুআ এবং আসরের নামায জমা হবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫-৯)

এলান

আসসালামু আলাইকুম

আগামী ১৫ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ রবিবার থেকে বৃহস্প্রতিবার ৫ দিন ব্যাপি ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। উক্ত ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স- এ যে সকল ওয়াকফে নও ছেলেরা এবছর ৫ম শ্রেণী (পিএসসি) ও ৮ম শ্রেণীর (জেএসসি) পরীক্ষায় দিয়েছেন তারাই শুধুমাত্র এই ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অংশগ্রহন কারীদের নাম কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিষেশভাবে অনুরোদ করা যাচ্ছে।

নাম:.., শ্রেনী:....................,
ওয়াকফে নও নাম্বার:....................., পিতার নাম:..,
পিতার মোবাইল নং:..., মাতার নাম: ....,
মাতার মোবাইল নং:..., জামাত:...,

উক্ত নামের তালিকা আগামী ৩০-১০-১৯ইং তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অনুরোদ করা যাচ্ছে।

নাম পাঠানো যাবেঃ ১. Email: waqfenaubd@gmail.com
২. Whatsapp: 01918 300 156
৩. Waqfenau BD Group

আবুল আতা মামুন
ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৯
মোবাইল: ০১৬১৮ ৩০০ ১০০

"দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ"

মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরআন করিমের সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহতা'লা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

অর্থাৎ "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে , তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর (দোয়াকারীর) প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ। বস্তুত আল্লাহতা'লা একস্থানে বলেন "যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ কোথায় আর আল্লাহ্ যে আছে এর প্রমাণ কি? তুমি বলে দাও, তিনি অতি নিকটে এবং এর প্রমাণ হচ্ছে যখন কোন দোয়াকারী আমাকে ডাকে, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেই।" এই উত্তর পুণ্যবানগণ কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে পায় এবং কখনো পায় কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ও ইলহামের মাধ্যমে। এ ছাড়া দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার কুদরত ও শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সকল সমস্যা দূর করেন। মোটকথা, দোয়া বড় সম্পদ ও শক্তি। কোরআন শরিফের অনেক স্থানে দোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এরূপ লোকদের কথাও বর্ণিত হয়েছে যারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেরা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আলায়হেস সালামগণের জীবনের শিকড় ও তাদের সফলতার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দোয়া। অতএব আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেদের ঈমান ও আমলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তোমরা দোয়ায় রত থাক। দোয়ার মাধ্যমে এরূপ পরিবর্তন হবে যা, আল্লাহর ফজলে 'খাতামা বিল খায়ের' হয়ে যাবে। (মলফুযাত, সপ্তম খন্ড,পৃ: ২৬৮,২৬৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যবৃন্দ আমরা যারা আজকে এখানে বসে আছি, এটি আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা যেন সর্বদা দোয়ায় রত থাকি।

দোয়া একটি আরবী শব্দ। এর মূল অর্থের দিক থেকে বলা যায় যে, এটি দ্বারা কোন কিছু চাওয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে এটির মানে হচ্ছে– চাওয়া, কামনা করা এবং সাহায্য প্রার্থনাও হতে পারে। পরিভাষার দিক থেকে দোয়ার অর্থ হচ্ছে– নিজের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য যাচণা করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। দোয়া করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে এক ধরণের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়, যা দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া দুটিই লাভ হয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

অনুবাদঃ তুমি (অবিশ্বাসীদেরকে) বল, তোমরা দোয়া না করলে আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য করবেন না। যেহেতু তোমরা (এ বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদের পিছু লেগে থাকবে।" (সূরা ফুরকানঃ ৭৮)

মা ইয়াবাউ বিকুম-এর অনেক গুলো অর্থ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, যদি তোমাদের দোয়াই না থাকে, তাহলে মনে রেখো, আমি তার পরওয়া করি না, কিছুই মনে করি না, গ্রাহ্য করি না বা তাকে কিছুই জ্ঞান করি না, অথবা আমি তাকে কোনই মূল্য দেই না বা তার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না অথবা তাকে কোনরূপ সন্মান করি না (লেইন এবং মুফরাদাত)।

অতএব প্রিয় পাঠক! দোয়া এমন একটি মাধ্যম যা মানুষকে তার মন্দ কাজ থেকে সুরক্ষা করে, পাপ থেকে বিরত রাখে,

নেকীতে অগ্রগামী করে। আর তাকে খোদা লাভে পথ পদর্শন করে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়-বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই, যার ব্যাপারে দোয়া করার শিক্ষা দেননি। এমন কি তিনি (সা.) বলেছেন, "যদি জুতার একটি ফিতার প্রয়োজনও হয়, তাহলেও তা আল্লাহ্ তা'লার নিকট চাও"।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল করিম (সা.) বলেছেন, "নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট, দুনিয়ার খারাপ পরিণতি, দুর্ভাগা ও শত্রুদের ঘোর বিদ্বেষাত্মক আক্রমণ থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর।" [বুখারী]

এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনে দোয়া কবুলিয়াতের অসংখ্য ঘটনা আমরা দেখতে পাই। তিনি (আ.) যে সকল বিষয়ে দোয়া করে গেছেন, তা এখনো পূর্ণ হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের ঘটনা: হযরত আকদাস (আ.) বলেন,

"প্লেগের প্রবল আক্রমণের সময় কাদিয়ানেও যখন প্লেগ বিদ্যমান ছিল, সেই সময় মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম. এ কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন আর তার সন্দেহ হল যে, এটা নিশ্চই প্লেগ। তখন মৃত্যুপথযাত্রীর ন্যায় তিনি ওসিয়্যত করে দেন এবং মুফ্‌তী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। অথচ তিনি আমার ঘরের একটি অংশে বসবাস করতেন, যে ঘরের ব্যাপারে খোদাতা'লা এ ইলহাম করেছেন– "ইন্নি ওয়াহাফেজু কুল্লা মান ফিদ্দার"। তখন আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম এবং তাকে বিচলিত ও ভীত দেখে বললাম, "যদি আপনি প্লেগে আক্রান্ত হন, তাহলে আমি মিথ্যাবাদী আর আমার ইলহামের দাবি ভুল। এটা বলে আমি তার কপালে হাত রাখলাম। আল্লাহ তা'লা তখন এক আশ্চর্য ব্যবহার দেখালেন, স্পর্শ করার সাথে সাথে তার দেহ এমন শীতল অনুভূত হল যেন জ্বরের নাম ও নিশানা পর্যন্ত নাই।"

সুতরাং হুযূর (আ.)-এর নিজের ইলহামের প্রতি এরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে তিনি এটা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তাঁর ঘরেও প্লেগের ঘটনা ঘটতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিপদের সময় নবী করিম (সা.) দোয়া করতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।"

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি সর্বজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল। তিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নেই, তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই। তিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর অধিপতি এবং মহান আরশের প্রভু।" [বুখারী]

সুতরাং কেউ যদি নিজের চরম বিপদের সময় হযরত রসূল করিম (সা.) এর এই দোয়া কাকুতি মিনতির সাথে করে, তো আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। কেননা, যদি কেউ আল্লাহ তা'লার প্রিয়-বান্দা হয়ে যায়, তো আল্লাহ তার বিপদে অবশ্যই তাকে তার ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করবেন– অতীতে করেছেন, বর্তমানেও করবেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন, ইনশা'ল্লাহ।

ফজল ও অনুগ্রহ লাভের সহজতম পদ্ধতি হলো দোয়া। দোয়ার স্বাদ পেতে হলে যা আবশ্যক তা হচ্ছে বিনয়ী হতে হবে। ব্যাকুলতা ও বিগলিত চিত্তে কাকুতি-মিনতি করতে হবে। যে দোয়া বিনয়, কাকুতি-মিনতি ও কান্না সম্বলিত, তা আল্লাহ্‌র ফজলকে অকর্ষণ করে এবং গৃহিত হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছাঁয়। (আল হাকাম: ২৪ আগষ্ট, ১৯০৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মনে রাখবে! দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমাকে আকাশ থেকে দেয়া হয়েছে। আর হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে (তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন)।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দোয়া কবুলিয়াতের জ্বলন্ত-নিদর্শন। খলিফাতুল মসিহ আওয়াল হযরত মৌলানা আলহাজ্ব হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর মাঝে আমরা অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাই। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে কেবল একটি ঘটনা পাঠকগণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি। আশাকরি তা আমাদের সকলের ঈমানের উন্নতির কারণ হবে। হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা। চৌধুরী হাকিম দ্বীন সাহেব বোর্ডিং-এর একজন চাকুরীজীবি ছিলেন। তার স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়ার সময় খুব সমস্যার মাঝে ছিলেন। বিপদসংকুল এই অবস্থায় রাত প্রায় ১২ টার সময় তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রা.)-এর কাছে যান। তাঁর ঘরের দরজায় কড়া নাড়েন। শব্দ শুনে ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন– কে? প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার পর ঘরে প্রবেশ করে তিনি ও তার স্ত্রীর সমস্যার কথা বলেন এবং দোয়া চান। হুযূর (রা.) তাড়াতাড়ি উঠেন এবং ভিতরের ঘর হতে একটি খেজুর এনে সেটিতে দোয়া পড়ে তার কাছে দেন এবং বলেন– এটি তোমার স্ত্রীকে এখনই খাইয়ে দিবে আর সন্তান ভূমিষ্ট হলে আমাকেও সংবাদ জানাবে।

চৌধুরী হাকীম দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, আমি ফেরত এসে স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দেই এরপর কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ্ তা'লার ফজলে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ততক্ষণে রাত অনেক গভীর হয়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম, এত রাতে হুযূরকে দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র সংবাদ দেওয়ার জন্য সজাগ করা ঠিক হবে না। ফজরের নামাযে উপস্থিত হয়ে বললাম, খেজুর খাওয়ানোর কিছুক্ষনের মধ্যেই আল্লাহ্র ফজলে আমার স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিউত্তরে হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) যা বললেন, তা শ্রবণ করা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি (রা.) বলেন, "মিয়া হাকীম দ্বীন! তুমি তোমার স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দিয়েছ আর তোমার মেয়ের জন্ম-লাভ করেছে। এরপর তুমি আর তোমার স্ত্রী আরামে শুয়ে পড়েছ। আমাকে যদি এই সংবাদ দিতে, তাহলে আমিও আরামে শুয়ে যেতে পারতাম। আমি তো সারারাত জেগে জেগে তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করছিলাম।"

এই ঘটনা বর্ণনা করে চৌধুরী হাকীম সাহেব অঝোরে কাঁদতে লাগলেন আর বলেন, "কাঁহা চাপড়াসি হাকীম দ্বীন আওর কাঁহা নূরুদ্দিন আযম"। (মোবাশ্বেরীনে আহমদ পৃষ্ঠা:৩৮, আসহাবে আহমদ খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা:৭১-৭২)

তিনি (আ.) বলছেন যে, অখণ্ডভাবে দোয়া করে যাও আর তওবা এবং এস্তেগফার কর। সেই দোয়াই কল্যাণকর হয়ে থাকে, যখন হৃদয় খোদার দরবারে বিগলিত হয় আর খোদা ছাড়া পরিত্রাণের অন্যকোন পথ চোখে না পড়ে। খোদার দিকে যে ধাবিত হয় আর ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠার সাথে নিরাপত্তার সন্ধানে থাকে, সে অবশেষে রক্ষা পায়। প্রকৃত দোয়া কি? এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলছেন যে, দোয়া দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক, সাধারণ দোয়া আর দ্বিতীয়টি সেই দোয়া, যা মানুষকে পরম মার্গে পৌঁছায়। এই দোয়াই সত্যিকার অর্থে দোয়া। অর্থাৎ দোয়াকে যেন মানুষ পরম মার্গে পৌঁছায়। এক ব্যকুল পরিস্থিতির অবতারণা হয়। মানুষের উচিত, কোন সমস্যায় নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই বা সমস্যা দেখা দেয়ার পূর্বেই দোয়া করা। এটি নয় যে, কেবল সমস্যা দেখা দিলেই দোয়া করবে। সমস্যা দেখা না দিলেও দোয়া করা উচিত। কেননা সে জানে না, খোদার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কী বা আগামীকাল কী হতে যাচ্ছে। তাই পূর্ব থেকেই দোয়া কর, যেন তোমাদেরকে রক্ষা করা হয়। অনেক সময় সমস্যা এমনভাবে আঘাত হানে যে, মানুষ দোয়া করার সুযোগই পায় না। তাই পূর্বাহ্নেই যদি দোয়া করে রাখা হয়, তাহলে সমস্যার সময় সেই দোয়া কাজে আসে।

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন ঃ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার সন্তানের সংশোধন কর। নিজের পবিত্র-পরিবর্তনের দোয়ার পাশাপাশি নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যও দোয়া করে যাওয়া উচিত। কেননা, মানুষের ওপর বেশির ভাগ পরীক্ষা আসে সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর কারণে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দোয়া করতে করতে কখনো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে দোয়া পরিত্যাগ করা উচিত নয়। নিজেকে এবং পরিবারকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা এবং সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায় বা পদ্ধতি হচ্ছে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে নাছোড়বান্দার ন্যায় দোয়া করা। এ পর্যায়ে আমি এ যুগের হাকামান আদালান হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি–

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা যদি ভাল থাকতে চাও আর চাও তোমাদের ঘরে শান্তি বিরাজমান থাকুক, তাহলে তোমাদের উচিত অনেক বেশী দোয়া করা। নিজ ঘরকে দোয়া দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যে ঘরে সর্বদা দোয়া করা হয়, আল্লাহ তা'লা সেই ঘরকে কখনো ধ্বংস করেন না। তোমরা যদি সর্বদা আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ কর, তাহলে এ দৃঢ়-বিশ্বাস রাখ আল্লাহতা'লার ওয়াদা মজবুত। তোমাদের সাথে তিনি কখনো তেমন ব্যবহার করবেন না, যেমন ব্যবহার তিনি একজন দুষ্কৃতকারী এবং সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে করে থাকেন (মলফুযাত ৭তম খন্ড, পৃ:৩০৯)।

মু'মিনদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, পবিত্র কুরআনে পরিস্কারভাবে লেখা আছে–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ () الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون)

তিনি (আ.) বলেন– দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন গলে যায় আর নিষ্ঠা এবং সততার সাথে খোদার আস্তানায় সেজদাবনত হয়ে তাঁর সত্তায় বিলিন হয়ে যায়, সমস্ত চিন্তা-ধারা বাদ দিয়ে তাঁর কাছেই কল্যাণরাজী এবং সাহায্য চায় এবং এতে এতটা একাগ্রতা অর্জন হয় যে, একপ্রকারের বিগলন এবং প্রদাহ আরম্ভ হয়, তখনই সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়। ব্যাকুল পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়, হৃদয় যদি গলে যায়, কোমলতার সৃষ্টি হয়, তবেই সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। "কাদ আফলাহাল মু'মিনুন"। সেসব মু'মিন সফলকাম হয়, যারা নিজেদের নামায ভয়-ভীতির সাথে আদায় করে, পরম বিনয়ের সাথে পড়ে এবং তাদের ওপর ব্যাকুলতা ছেয়ে যায়। তিনি (আ.) বলছেন, তখন সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয়, যার মাধ্যমে জাগতিকতার মোহ শীতল হয়ে যায়। কেননা, দু'টি ভালোবাসা সহ-অবস্থান করতে পারে না। যেভাবে লেখা আছে, খোদাকেও চাইবে আর তুচ্ছ দুনিয়াও লাভ করতে চাইবে এটি উন্মাদের

ধারণা বৈ কি? তুমি খোদাকেও সন্ধান করবে আর দুনিয়ার তুচ্ছ মোহেও আচ্ছন্ন হবে এটি অসম্ভব এক ধারণা বা এটি এক উন্মাদনা। বা উন্মাদের ধারণা। হ্যাঁ! খোদাকে সন্ধান কর, যদি আল্লাহকে লাভ করতে পার এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার, তাহলে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু শুধু বস্তুবাদিতার পিছনে ছুটলে খোদাকে লাভ করা যায় না। নিজেদের ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনাকে খোদার সন্তুষ্টির অধিন্যস্ত করলেই কেবল দোয়া গৃহিত হয়।

দোয়া গ্রহণীয় করার বা আল্লাহর ফজল নিজের প্রতি বর্ষণ করানোর আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অনেক বেশি দরূদ প্রেরণ করা। আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন ক্বামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদীন ক্বামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। কেননা, হযরত মোহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীতে সমস্ত নবী এবং সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং মর্যাদাবান।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: এক ব্যক্তি, যিনি ওলীউল্লাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি এক জাহাজে আরোহিত ছিলেন। সমূদ্রে তুফান আসে, জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার দারপ্রান্তে যায়, কিন্তু সেই বুযর্গ ব্যক্তির দোয়ায় জাহাজকে রক্ষা করা হয়। দোয়ার সময় তার প্রতি এলহাম হয় যে, তোমার খাতিরে আমরা সবাইকে রক্ষা করেছি। এসব অনুগ্রহ কেবল মৌখিকভাবে হয় না, এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তিনি (আ.) বলছেন, আমাদের পক্ষ থেকে এই নসীহতই থাকবে যে, নিজেকে উন্নত এবং উত্তম আদর্শবানে পরিণত করার চেষ্টায় রত থাক। জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশ্‌তার সদৃশ্য না হবে, কীভাবে বলা যেতে পারে যে কেউ পাক বা পবিত্র হয়েছে।

وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

(সূরা আন নাহল: ৫১)

অর্থাৎ তারা তাই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। নিজেদের ব্যবহারিক-অবস্থা তেমনিটি কর, যেমনটি তোমরা অন্যদেরকে নসীহত করে থাক।

তিনি (আ.) বলছেন, আমাদের অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। তাই দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তিনি বলছেন, ‘মসীহ মওউদ’ সম্পর্কে কোথাও লেখা নেই যে তিনি তরবারী হাতে নিবেন আর এটিও লেখা নেই যে, তিনি যুদ্ধ করবেন। বরং এটি লেখা রয়েছে যে, ঈসার ফুৎকারে কাফের মারা যাবে অর্থাৎ দোয়ার ভিত্তিতেই তিনি সব কাজ সম্পন্ন করবেন। তিনি বলছেন এসব লক্ষ্য যা আমরা অর্জন করতে চাই, তা কেবল দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব। দোয়ার মাঝে অসাধারণ শক্তি রয়েছে। তিনি আরো বলছেন– বলা হয় যে, এক বাদশাহ ছিল যে, কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে এক ফকির তার ঘোরার বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং বলে যে, সামনে অগ্রসর হয়ো না, নতুবা তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে লিপ্ত হব। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে যায় আর বলে যে, তুমি এক অসহায়, নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন ফকির, তুমি কীভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার? ফকির উত্তর দেয়, আমি প্রভাতের দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের দোয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ করব। বাদশাহ বলে যে, আমি এর মোকাবেলা করতে পারব না এবং এটি বলেই সে ফিরে যায়। দোয়ায় এত শক্তি রয়েছে। *(বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা “পাক্ষিক আহমদী” পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৫)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংগে ধর্মীয় বিষয়ে মত-পার্থক্য: কি এবং কেন ?

(৯) "ইয়াজুজ-মাজুজ" এবং "দাজ্জাল ও তার গাধা" সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা কি?

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আহমদীয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল ও তার গাধা সম্বন্ধে যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেগুলো তাঁর 'কাশফ' (দিব্য-দর্শন) ও 'রূইয়া' (সত্য-স্বপ্ন) যা 'তাবির' বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝতে হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য অধিকাংশ আলেমগণ এই সকল বিষয়ে বর্ণিত লক্ষণসমূহ বাহ্যিক এবং আক্ষরিকভাবে পূর্ণতার উপর যে ধরণের বিশ্বাস রাখে, তা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি হাস্যকরও বটে। এই মত-পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো, যা বুদ্ধিমান ও সত্য-সন্ধানীদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। পক্ষান্তরে যে সকল আলেম-উলেমা আক্ষরিকভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল এবং দাজ্জালের গাধার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে, সেইরূপ কোন কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণী কোন কালেই এই গ্রহ অথবা অন্য কোন গ্রহ থেকে বাস্তবে আবির্ভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, যা লক্ষণগুলোর বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারাই সপ্রমাণিত।

পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়া এবং সূরা কাহাফে ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত সূরায় নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছেঃ "হাত্তা ইযা ফুতিহাত ইয়া'জুজ ও মা'জুজু ওয়াহুম মিন কুল্লি হাদাবি ইয়ানসিলুন"।

অর্থঃ "তখনও এরূপ হবে (পূর্ববর্তী আয়াত অনুযায়ী ধ্বংস ছড়িয়ে পড়বে) যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ ছাড় পাবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে দ্রুত ধাবিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৭) অন্য সূরায় রয়েছে: তারা বলল, "হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ এই অঞ্চলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে.... অতঃপর যখন আমার রব্বের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে, তখন তিনি সেটাকে (ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রতিহতকারী প্রাচীর) খন্ডবিখন্ড করবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য বলে প্রতিফলন হবে।" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৯৫ ও ৯৯)

ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে হাদীসে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

"ইয়াজুজ ও মাজুজ যেখানে যাবে, সেখানে তারা রক্তপাত ও ধ্বংস সাধন করবে।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

"ইয়াজুজ ও মাজুজের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (মুসলিম ও তিরমিযী)।

আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে অন্যতম বিশেষ চিহ্ন এবং লক্ষণ হিসেবে 'দাজ্জাল' এবং 'দাজ্জালের বাহন' সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

* "যদি কেহ সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে, তাহলে সে দাজ্জালের ফিত্না হতে রক্ষা পাবে" (মুসলিম, আবু দাউদ, নেসায়ী, কানযুল উম্মাল)।

* "যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাবে, সে যেন সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পড়ে" (মসনদে আহমদ)।

* "আদমের জন্ম হতে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ আর কোন ফিত্নার সৃষ্টি হয় নাই।" (মুসলিম, মেশকাত)।

* "দাজ্জালের এক গাধা থাকবে। দাজ্জালের গাধার দুই কানের ব্যবধান হবে ৭০ গজ" (বায়হাকী)।

* "দাজ্জালের গাধা আগুন-পানি দ্বারা চলবে, দিন ও রাত সব সময় চলবে এবং চিৎকার করে লোকজনকে ডাক দিবে।" (কানযুল উম্মাল)

ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে পূর্ণ হয়েছে (আহমদীয়া মুসলমানদের ব্যাখ্যা) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন:

(ক) ইয়াজুজ–মাজুজ ও দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যাবলী সর্বাধিকভাবে ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান---

* "আমি এটাও প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করেছি যে, ইয়াজুজ-মাজুজের যামানাতেই মসীহ মাওউদের আবির্ভাব হওয়া জরুরী। যেহেতু আগুনকেই 'আজীজ' বলা হয়, যা থেকে 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' শব্দের উৎপত্তি, সেহেতু যেভাবে আল্লাহ আমাকে বুঝিয়েছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ হলো সেই সব জাতি, যারা পৃথিবীতে আগুন দ্বারা কাজ করতেই ওস্তাদ.....। বাস্তব ঘটনা তো প্রমাণই করছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের যে বৈশিষ্ট্য, তা ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যেই সর্বাধিকভাবেই বিদ্যমান। কেননা, ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনায় হাদীসে একথাও বলা আছে যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলা করার শক্তি কারও হবে না, এবং মসীহ মাওউদও শুধু দোয়ার দ্বারাই কার্য সমাধা করবেন। তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফেও পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– "অবশেষে ইয়াজুজ ও মাজুজকে যখন ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু জায়াগা থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭)। আর দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য সম্পাদন করবে, ধর্মের আড়ালে দুনিয়ার বুকে ফিৎনা ছড়াবে। আর কুরআন শরীফে তো এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা বলা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই তিন (দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, খৃষ্টান পাদ্রী) একই" (চশমায়ে মারেফাত, পৃ: ৭৭-৭৯)।

* মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে মসীহ যুদ্ধ করবেন না। আর বুখারী শরীফ অনুযায়ী, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না। তাই প্রমাণিত হলো যে, ইয়াজুজ-মাজুজই খ্রিষ্টান জাতিভুক্ত। আর এও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ তাদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না, বরং কঠিন সময়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইবেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এথেকে আরও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ ধারাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন।" (হামামাতুল বুশরা)

(খ) মানুষের মাথায় যে কাল্পনিক দাজ্জাল রয়েছে, তা বাস্তবে কখনই আসবে না–

দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীস সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

"মানুষের মাথায় যে কাল্পনিক-দাজ্জাল রয়েছে, তার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। অপরদিকে আমরা দেখি, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের ফিত্না অনেক বেড়ে গেছে আর পৃথিবী তাদের ষড়যন্ত্রে ভরে গেছে। তাই বুঝা গেলো, খৃষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে মসীহের অবতরণের অর্থ হলো, ত্রিত্বাবাদী খৃষ্টান পাদ্রীরাই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল– নতুবা এই স্ববিরোধী হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এ জাতীয় হাদীসের যে অর্থ বাস্তবে প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের পক্ষে সে অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক" (হামামাতুল বুশরা)।

(গ) শেষ-যুগের পথভ্রষ্ট পাদ্রীগণ হযরত ঈসা (আ.) কে খোদা বানিয়ে যে ফিতনা পৃথিবীব্যাপী ছড়াচ্ছে সেটাই দাজ্জালী ফিত্না–

* "দাজ্জাল সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল এবং সে গুপ্ত আছে এবং শেষ যুগে সে আবির্ভূত হবে। অবশ্যই ঐ বেচারা মুসলমান হয়েছিল এবং ইসলামে তার মৃত্যু হয়েছিল এবং মুসলমানেরা তার জানাযা পড়েছিল। কেউ কেউ বলে, দাজ্জাল গীর্যায় কয়েদ আছে (অর্থাৎ কোন গীর্জায় বন্দী আছে) এবং অবশেষে সে এটি হতে বের হবে। এই শেষ কথাটি তো সঠিক ছিল। কিন্তু আফসোস, এটার অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এটাকে বিকৃত করা হয়েছে। এতে কি সন্দেহ আছে যে দাজ্জাল, যার অর্থ ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের কল্পিত-ভূত, তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গীর্জায় কয়েদ ছিল আর তাকে নিজের দাজ্জালী প্রভাব বিস্তার করা হতে বিরত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন শেষ-যুগ। সে কয়েদ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইয়াছে এবং তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যতটা আক্রমন করার শক্তি ছিল সে যেন ততটা করিতে পারে" (হাকিকাতুল ওহী, পৃ-৩৭)।

* "খোদা তা'লা সূরা ফাতেহায় আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, তাহারা শেষ যুগের পথভ্রষ্ট পাদ্রী, যারা হযরত ঈসার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে। কেননা, তিনি উক্ত সূরায় এই দোয়াই শিখাইয়াছেন– আমরা খোদার নিকট সাহায্য চাই, যেন আমরা এইরূপ ইহুদী না হইয়া যাই, যাহাদের উপর হযরত ঈসার নাফরমানী ও শত্রুতায় দরুন ক্রোধ নাযেল হইয়াছিল এবং না এইরূপ খৃষ্টান হইয়া যাই যাহারা হযরত ঈসার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে খোদা বানাইয়া দিয়াছিল এবং এইরূপ একটি মিথ্যা অবলম্বন করিয়াছিল, যাহা সকল মিথ্যার চাইতে বড় মিথ্যা (অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্ববাদ এবং ইহার সমর্থনে সীমাতিরিক্ত প্রতারণা ও চাতুর্থ প্রয়োগ করিয়াছে)। এই জন্য আকাশে তাহাদের নাম দাজ্জাল রাখা হইয়াছে।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ-২৬০)।

প্রতিশ্রুত মসীহর যুগের দাজ্জাল ও তার গাধা সংক্রান্ত রূপকাবৃত বর্ণনার তাৎপর্য:

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেছেন ঃ

"আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.), দাজ্জাল ও তার গাধা সংক্রান্ত গোটা বিষয়টাই রূপক, আলংকারিক। ....দাজ্জাল হচ্ছে সেই বিরাট শক্তিশালী জাতির প্রতীকী, যে জাতি শুধু পৃথিবীতেই শাসন চালায় না, মহাশূন্যেও শাসন চালায়। ক্রুশ ও শূকর বস্তুতঃ এই জাতীরই প্রতীক চিহ্ন। হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে, কিন্তু বাম চক্ষু হবে উজ্জ্বল ও বড়। এটাও রূপক বর্ণনা, যার পৃকৃত অর্থ হচ্ছে– এই জাতির আধ্যাত্মিক চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টি হবে অত্যাধিক প্রখর। এরা আধ্যাত্মিক আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে, তবে এদের দুনিয়াদারী ও পার্থিব অন্তর্দৃষ্টি হবে অতিব প্রখর এবং এ কারণেই এদের পার্থিব উন্নতিও হবে অপরিমেয়।....

শেষে আসে দাজ্জালের বিরাটকায় গাধার কথা। আহমদী মুসলমানরা দাজ্জালের

গাধাকেও মনে করে প্রতীকি। এই প্রতীকটির সাহায্যে ভবিষ্যতের যানবাহন ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই গাধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দেয়া আছে, তার সবটাই বিনা-ব্যতিক্রমে, পাশ্চাত্যের আবিস্কৃত জ্বালানী-চালিত যানবহনগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। এই গাদাধার যে বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা আছে, তাতে আছে যে এই গাধা আগুন খাবে, যমীনের উপরে চলবে, সাগর পাড়ি দেবে, বাতাসের উপর দিয়ে বিচরণ করবে। এই গাধা এত দ্রুত গতিতে চলবে যে, কয়েক মাসের রাস্তা কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করবে। লোকেরা তার পিঠে না চড়ে তার পেটের ভেতরে চড়ে ভ্রমণ করবে, এবং তার পেটের মধ্যে বাতি জলবে। সে তার যাত্রা শুরুর সময় ঘোষণা করবে এবং এর দ্বারা যাত্রীদেরকে তাদের আসন গ্রহণ করতে বলবে। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই বিষয়গুলোর বর্ণনাসমূহ বর্তমান যুগের যন্ত্রচালিত যানবাহন সমূহ দ্বারা এরূপ বিস্ময়কর ও সঠিকরূপে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে হযরত রসূল পাক মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতাই সমুজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।” (বিস্তারিত জানার জন্য ‘ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দর্শন’ পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

বিরুদ্ধবাদী আলেমদের জন্য প্রশ্ন হলো:

(১) দাজ্জালী ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ কোথায়?

হযরত রসুলে করীম মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, সুরা কাহাফের প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের প্রচন্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে দাজ্জাল, ইয়াজুজ ও মাজুজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ বর্তমান ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতিসমূহ। দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অনিষ্টকর তথা ত্রিত্ববাদী ব্যাপক ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ নির্দেশ করে তাদের পার্থিব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে। (কুরআন মজীদ ঃ সূরা কাহাফের তফসীর দ্রষ্টব্য)। বিশ্বব্যাপী ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমন কি আখেরী যুগের যথোপযুক্ত দাবী ছিল না? ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সংঘটিত হয়ে যাওয়া কি একথা প্রমাণ করে না যে, তাদের ফিত্‌না থেকে রক্ষার জন্য সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আগমন করেছেন?

(২) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে দাবীকারকের চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না কেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ঘোষণা করেছেন:

“তোমরা নিশ্চিন্তভাবে জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তাদের (খৃষ্টানদের) খোদা অর্থাৎ ঈসা (আ.) মৃত বলে প্রমাণিত না হয়, তাদের ধর্মও মরতে পারে না।”– “কেননা, তাদের ধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা। তাদের এই স্বকপোল কল্পিত ভিত্তিকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দাও। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখ, খৃষ্টধর্মের ঠাঁই খোথায়?” (এযালায়ে আওহাম ঃ ৫৬০ পৃষ্ঠা)

ইয়াজুজ–মাজুজ হলো বর্তমান কালের দুটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিজোট, যারা পরস্পর মারাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। এই ফেতনারই আরেকটি দিক হলো সাধু পৌল কর্তৃক প্রচারিত ত্রিত্ত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যা দাজ্জালী ফেত্‌না রূপে বিশ্বের চতুর্দিকে বর্তমান কালেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ সামরিক ও রাজনৈতিক বিপদাবলী (ইয়াজুজ–মাজুজের ফেত্‌না) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক অর্থাৎ মূলতঃ ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ ভিত্তিক সমস্যাবলী (দাজ্জালী ফেতনা) এই উভয় দিক হতেই আজ পৃথিবীতে মহা সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে ঐশী প্রতিশ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সুমহান শান্তিবাণীকে পুনরায় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়-আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন (ইয়াকসিরুস সলীবা) করার জন্য হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)–যথা সময়ে আগমন করেছেন। যুক্তি, জ্ঞান ও ঐশী সাহায্য–পুষ্ট নিদর্শনাবলীর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) একজন মানব রাসূলই ছিলেন, খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না এবং তিনি অতীতের সকল নবী রসুলের মতই ইন্তেকাল করেছেন। আকাশে হযরত ঈসা (আ.)–এর সশরীরে জীবিত থাকা সম্পর্কিত বিশ্বাস বা আকিদার সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ তথ্য বা নিদর্শন প্রকাশের জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষমতা কোন মানুষের আছে কি?

(৩) তৃতীয়ত: উপরোক্ত বিষয়গুলো সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে কেউ রাজী আছেন কি? একথা আজ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত যে, মানবজাতি এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে যে, বর্তমানে তাদের জন্য দু’টি পথ খোলা রয়েছে: প্রথমতঃ এই মহা-প্রতিশ্রুত যুগে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হিসেবে ইসলামের পূর্ণর্জাগরণের জন্য নেতৃত্বদানকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) কে গ্রহণ করে বিশ্ববাসী প্রতিশ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার মহা প্রাচীরের পরিবেষ্টনে একত্রিত হয়ে স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ লাভ করতে সক্ষম হবে। অথবা ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জালের চক্করে পড়ে বিশ্ববাসী ক্রমবর্ধমান সংকটাপন্ন বিশ্ব-পরিস্থিতির নিস্পেষণে দলিত-মথিত হয়ে ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হতে থাকবে। এই দু’টি পথের মধ্যে একটিকে অবশ্যই ‘পছন্দ’ করতে হবে। একটি হলো প্রতিশ্রুত শান্তির পথ এবং অন্যটি হলো ধ্বংসের পথ। যে কোন একটি পথ পছন্দ করার জন্মগত এই অধিকার স্বাধীন এবং অলঙ্ঘণীয় মানবিক-অধিকার বলে স্বীকৃত। প্রশ্ন হলোঃ সুধীসজ্জন এবং পবিত্র-চিত্তও সত্য-সন্ধানী ব্যক্তিগণ উন্মুক্ত হৃদয়ে এই সকল বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন কি এবং দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত আহমদীয়া মুসলমানদের উপরোক্ত যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যার সংগে অন্যান্যদের আক্ষরিক এবং কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করতঃ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংসাহস দেখাতে পারবেন কি? *[চলবে]*

সমাজ সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসততা মস্তবড় অন্তরায়

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সামাজিক জীবনে অনেক মানুষই নানান কায়দায় মিথ্যা বলে থাকে। মিথ্যা বলাকে অনেকে পছন্দ করে আর এতে স্বাদও পায়। কেউ আবার ঠেকে গিয়ে মিথ্যা বলে। কেউ মিথ্যা বলতে উল্লাস বোধ করে। আবার কেউ অনর্গল মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলায় সে এতটাই পটু যে, সুবোধ ব্যক্তিগণ চিন্তাই করতে পারবে না যে, সাজিয়ে গুছিয়ে কী করে সে অনর্গল মিথ্যা বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ খোদার ভয়ও রাখেন আর তাই তিনি সর্বশক্তিমানের ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে মিথ্যা বলেন। কেউ বলেন, "জান বাঁচান ফরয"। সুতরাং জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে কিছু মিথ্যা বলা যায়েজ। কিন্তু খোদা বলছেন, "মিথ্যা শির্‌ক-তুল্য"। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অংশীবাদীতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ"। কেউ বলেন, মিথ্যা ছাড়া ব্যবসা করা দায়" আর যেহেতু মিথ্যা ব্যতীত ব্যবসা চালানো দায়, সেহেতু আমরা ধরে নিব সব ব্যবসায়ীই মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। কারণ, মিথ্যা ছাড়া তো ব্যবসা করা যায় না? সে শর্তে সব ব্যবসায়ীই মিথ্যাবাদী। কেউ যোহর, আসর নামায শেষ করে এসেই পরিমাপে কম দিচ্ছে। কারণ (তার ধারণায়) মাপে কম দেয়া ছাড়াতো ব্যবসায় টিকে থাকা দায়। তাই তিনি নামাযও পড়েন আবার পরিমাপেও কম দেন। ক্রেতার কাছে তিনি বিশ্বস্ত-ব্যবসায়ী, কারণ তিনি নামাযে পা-বন্দ এবং আলহাজ্জও বটে। গুণের মর্তবায় তিনি অবাধে মাপে কম দিতে সক্ষম হচ্ছেন। মিথ্যার কতই না সুন্দর সুযোগ। মাদ্রাসার প্রধান সবার গুরুজন, সবারই বরেণ্য। কত জনেই না তাকে ভক্তি-ভরে সালাম দেন। অথচ তিনি কিনা প্রথম কাতারের একজন ধর্ষক, বলাৎকার। ছাত্র-ছাত্রীর সম্ভ্রম-খাদক। ভয়ঙ্কর চরিত্র। ভাবতেও ভয় লাগে। সবার আত্মাই আতঙ্কে আঁতকে ওঠে। বে-শরম শিক্ষক মিথ্যার বেসাতী করছে। পরক্ষণই তিনি কুরআন স্পর্শ করছেন আর সুললিত কণ্ঠে আয়াত পড়ছেন। সুতরাং সৎজন সাবধান! কেননা, তিনি দানব স্বভাবের মানব।

কেউ শখের বশে অনর্গল মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলায় সে এতটাই পারদর্শী যে, মিথ্যাকে সে সুন্দরভাবে সত্যে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। কেউ কায়দা করে মিথ্যা বলে। কেউ মিথ্যুক হয়েও সত্যবাদী সাজার জন্য রক্তের-সম্পর্ককেও অস্বীকার করে অকপটে। কেউ সরাসরি মিথ্যা না বললেও ইনয়ে-বিনিয়ে নিখাদ মিথ্যা বলে, যেন তার কথন মিথ্যা না সত্য, তা বুঝতে কষ্ট হয়। কিন্তু ইসলাম বলে, "কুল্লু ক্বাউলান সাদিদা"। অর্থাৎ এমন সহজ-সরল কথা বল, যেন নির্বোধও তোমাকে বুঝতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাক্যটি অবশ্যই মিথ্যা, যা স্বীকার করলে মিথুকের কাতারে পড়ে, সম্মানহানীর আশংকা আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কথাটি ইনিয়ে-বিনিয়ে নিখুঁতভাবে না বললে সমূহ বিপদ। এমনটিও আরেক ঢংয়ের মিথ্যা। কেউ আবার অন্যকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করেন। কারণ তিনি হচ্ছেন সবল আর উনি দুর্বল এবং সমাজে মস্তবড় প্রভাবশালী। তার কথা অমান্য করা কারো বাপেরও সাধ্য নেই। সাধ্য নেই তাই বাধ্য হয়েই মিথ্যা বলছে। সমাজের প্রভাবশালী একজন যেহেতু বলছে, সুতরাং ইহাই সত্য। এমনটি না বললে কপালে দুর্ভোগ আছে। এমন কৌশল-কায়দায় মিথ্যার প্রচলন আজ সর্বত্র বিরাজমান।

সত্যকে উহ্য রেখে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার চুক্তি হচ্ছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য। ধনাঢ্যের কাছে দরিদ্রের যাচনা। সুতরাং এখানে সত্য মুহ্যমান হলেও তাকে সাহায্য আনতে হচ্ছে, অন্যথায় তার দেশের মানুষ অনাহারে মরবে, উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়বে। শর্ত যত মিথ্যাই হোক না কেন তা তাকে মানতেই হচ্ছে। ফলে বাড়ছে দ্বন্দ্ব, বাড়ছে ক্ষোভ আর পরশ্রীকাতরতা। বিক্ষুব্ধ হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বাড়ছে গুপ্ত-হনন আর আত্মঘাতী হত্যাযজ্ঞ। পরিশেষে তা রূপ নিচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহে আর তাতে প্লাবিত হচ্ছে এদেশ-সেদেশ রক্তের বন্যায়। এক মিথ্যায় কত ভয়ংকর ক্ষতি! গতি নেই তা থেকে বাঁচার। মিথ্যা শব্দটি খুবই ছোট কিন্তু এর ক্ষতির ব্যাপ্ত বিশাল, সর্বনাশা। সুতরাং সংগত কারণেই বলতে হয়, মিথ্যা

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মস্তবড় অন্তরায়। এ কারণে নীতিবাক্য ইহাই হওয়া উচিত যে, অসত্য বলব না, অন্যায় করব না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সবার ব্রত হওয়া উচিত। শান্তি যেভাবে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা আমরা সেভাবেই চলব ।

কথা আর কাজ তো এক নয়। কথা বলি এক, আর কাজ করি অন্য। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, "হে যারা ঈমান আনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত (কাজ) যে, তোমরা তা বল যা কর না" (আস্ সাফ্‌ফ ঃ ৩-৪)।

অথচ ধর্ম-পাড়ায়ও মিথ্যুকের অভাব নেই। এখানেও অনেকেই অসত্য বলতে কুণ্ঠিত নয়। কুরআন ও হাদীস বলে, কেবল ইসলামেই স্বতন্ত্র স্বত্তার কোন নবী নয়; সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে এবং তাঁর (সা.) গোলামীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-'এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এতদ্ব্যতিত দুনিয়ার আর কোন ধর্মই এ মর্যাদার অধিকারী নহে। এই সুমহান ধর্ম প্রচারেও অসত্য আজ এক প্রকট বাধা। এখানেও দুর্দান্ত প্রতাপে তথাকথিত নায়েবে রসূলগণ বলছেন, "এ তথ্য সত্য নয়। কোন প্রকার নবীরই আর আগমন ঘটবে না, নবীর আগমনের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ"।

এ ক্ষেত্রেও ভ্রান্ত-বিবৃতিই দেয়া হচ্ছে কেননা তারাই আবার ঈসা নবীউল্লাহ্'এর পুণরাগমণের কথাও বলে। স্বর্গীয় সত্যকে ধারণ করতঃ আহমদী মুসলমানরা যখন বিশ্বজুড়ে ইসলামের বাণী প্রচার করছে, তখন আজ তাদেরকেই পেশীবলে বা গুপ্ত হামলায় হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তাদেরকে সংহার করার লক্ষ্যে জঙ্গী তৈরী করে জঙ্গলে লালন করা হচ্ছে। আচমকা আক্রমণে খোদা-বান্ধব জামাতের বন্ধুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আগুনে পুড়িয়ে সৎকাজ করার শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। তাদের মসজিদগুলিতে বোমা মারা হচ্ছে। পক্ষান্তরে হাদীস বলে, "যে মুসলমানের হাত ও জিহ্বা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে প্রকৃতার্থে মুসলমান নয়" (বুখারী শরীফ)। ইসলামের মর্মবাণী কী, আর নামধারী মুসলমানগণের কর্মখানি কেমন!

সত্যিকারই যদি আমরা সত্যবাদী হই তবে বিচারালয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কেন এরূপ প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে হয়?

"যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না। আর জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিব না"।

আমরা তো সবাই সত্যবাদী। সত্যবাদিতা আমাদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তা হলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্য বলতে প্রতিজ্ঞা-পাঠ কেন? এতে করে কী আমরা অবমূল্যায়নের শিকার হচ্ছি না? আসলে মিথ্যার প্লাবন আমাদেরকে প্লাবিত করে ফেলেছে, মিথ্যা বলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। জেনে না জেনে অহরহই আমরা মিথ্যা বলছি এবং মিথ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আমাদের মিথ্যার পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, মিথ্যায় উদ্বুদ্ধ করছি, মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করছি না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মিথ্যা বলা যে অসাধারণ গুনাহ সেটিকে সাধারণ ব্যাপার বলে জ্ঞান করছি। শিশুদেরকে মিথ্যা-দানব আর ভুতের গল্প শুনিয়ে ভীত করে ঘুম পাড়াচ্ছি। শিশুর কোমল চিত্তে মিথ্যার বীজ বুনছি। আমি সাধু নয়, অথচ ছেলেকে বলছি নামাযী হও। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করছি। ঘরে থেকেও ছেলেকে বলছি, "গিয়ে বল আমি বাইরে আছি"। শত ধরণের মিথ্যা আমরা সর্বদাই অনর্গল বলছি। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি। বিপর্যস্থ হচ্ছে পরিবেশ। কলহ বাড়ছে লাগামহীন গতিতে। অনাস্থা জন্মেছে প্রতিজনের মনান্তরে। প্রবল হচ্ছে সন্দেহ-প্রবণতা। বাড়ছে নির্দয়তা। ফলে খুন করছে একে অন্যকে অকাতরে। ম্লান হচ্ছে ধর্মের সম্মান। ছিন্ন হচ্ছে বন্ধুত্বের বন্ধন। ফাটল ধরছে আত্মার আত্মীয়তায়। ঝগড়া হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, জনে জনে। কুপ্রবৃত্তি তাড়া দিচ্ছে, কে কীভাবে ক্ষতি করবে কার ধনে। মমত্ব কমছে স্রোতের গতিতে আর নিষ্ঠুরতা বাড়ছে ঝড়ের গতিতে। ফলে দ্বন্দ্বের শুরুটাই হয় খুনের মাধ্যমে। অতঃপর প্রতিশোধে ডাবল খুন, ট্রিপল খুন আর তাতে শান্তি এখন গৃহহারা। এক্ষণে উল্লেখ্য যে, হাদীসে রয়েছে, হযরত মুহাম্মদ আরবী (সা.) বলেছেন, "তখন মিথ্যা ও দুর্নীতির প্রাবল্য হবে। অর্থাৎ যুগের ঐশী-ইমামের আগমনের প্রাক্কালে মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে"। মিথ্যা বিস্তার লাভ করা ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। তবে সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। তাদের আমলনামা 'সিজ্জিনে'। অর্থাৎ আদি হতে লিখিত এক কিতাবে থাকবে (৮৩নং সূরা)। কথাগুলি আত্মার সচেতন মানুষদের জন্য চিন্তার খোরাক বটে।

কথার কথা বলছি! মিথ্যা মানুষকে যে সাময়িক স্বস্তি দেয়, সেটা মিথ্যা নয় তাতে বিপদ থেকে হয়ত তাকে সাময়িকভাবে শঙ্কামুক্ত রাখে। খোদার বিধান যেহেতু তাকে তাৎক্ষণিক ধৃত করে না, সেহেতু মিথ্যাবাদী সে মুহূর্তের সমূহ বিপদ হতে সাময়িক মুক্তি লাভ করে ভাবে যে মিথ্যা

তাকে সফলতা দিয়েছে। নির্ঘাৎ এটা দুর্জনের চিন্তা এবং কুকর্ম। কিন্তু এটা সন্দেহাতীত সত্য যে, মিথ্যাশ্রয়ীর আযাব অনিবার্য। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। সুতরাং খোদার নিয়ম অচিরেই তাকে ধৃত করবে। সে নরাধম, যে কিনা ভাবে যে মিথ্যার আশ্রয়ে সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। কেননা, সে সর্বশক্তির আধার খোদার অনুকম্পাকে অবিশ্বাস করে মিথ্যার সাহায্য নিয়েছে। প্রতাপান্বিত খোদার প্রতাপে আস্থা হারিয়ে সে মিথ্যাকে বড় জ্ঞান করেছে। সে অবশ্যই শির্‌ক করেছে, যা অমার্যনীয় অপরাধ। এহেন গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যেই সেদিন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) অকপটে সব সত্য স্বীকার করেছিলেন আর ডাকাতদেরকে বলেছিলেন, হ্যাঁ! তাঁর চাদরের আঁচলে কয়েকটি মোহর রয়েছে, যা তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা সেলাই করে দিয়েছিলেন। বালকের অকপটে সত্য কথনে বিস্মিত হলো দুর্দণ্ড ডাকাত দল। তারা পরিত্যাগ করল তাদের নিকৃষ্ট পেশা। নন্দিত হল ডাকাতদের নিন্দিত-জীবন। সত্যবাদীতার উৎকৃষ্ট এ উপমা আজও ইতিহাসের পাতায় চির-ভাস্বর। সত্যের অভূতপূর্ব এ শিক্ষা কী সত্য প্রেমী হওয়ার জন্য সহায়ক নয়? সত্যের প্রভাবে এই যে অসাধারণ পরিবর্তন, তা কী অনুকরণীয় নয়? তবুও কেন আমরা মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হচ্ছি? আর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি এবং সত্যকে আড়াল করছি। খোদা কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ঠ নন? মিথ্যার প্রসার দৃষ্টে মনে হয়, খোদা তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়। মিথ্যাই যেন সবার সব সমস্যার চাবিকাঠি। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। খোদার কথা হলো, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও" (সূরা আত্ তাওবা : ১১৯)। "......অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের (মিথ্যাও এক প্রকার প্রতিমা– লেখক) অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক" (সূরা আল্ হাজ্জ : ৩১)। সতুরাং কে সে মানুষ, যে কিনা খোদার এ বাণীকে অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়? সাধুগণ কখনো তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। মিথ্যাবাদী সম্পর্কে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন (হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত), যে লোক মিথ্যা বলে, সে অনুযায়ী কাজ করে, তার রোযার কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই" (বুখারী শরীফ)। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবী সত্যবাদীকে দেখতে পারে না, কিন্তু সর্বজ্ঞ খোদা সত্য বাদীকে দেখে থাকেন এবং নিজ হাতে তাকে রক্ষা করেন" (বারাহীনে আহমদীয়া)। তিনি (আ.) আরো বলেন, মানুষের স্বভাবজ অবস্থাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সত্যবাদীতা" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

প্রিয় পাঠক! কথা অনেক বলা হয়েছে। বুদ্ধিমানদের জন্য ঈশারাই কাফী। ইসলামের শিক্ষা হলো, জীবনের বিনিময়ে হলেও সততায় দণ্ডায়মান থাক। এক পাশে জীবন আর অন্যপাশে সততা। এ কথার তুল্য কিছুই নেই। হযরত আকদাস মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "সমস্ত জগত বলবে ইহা মিথ্যা, কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে বলবে, না–ইহাই সত্য।" সুতরাং পাথর-কঠিন দৃঢ়তায় আমাদেরকে সততায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, যেমনটি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.)। তিনি সত্যকে আলিঙ্গন করেছেন আর জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। এটা সত্যবাদীতার অনন্য সাধারণ এক দৃষ্টান্ত। সত্যবাদীতার নজীর বিহীন উদাহরণ। আসুন, আমরা সবাই সর্বাবস্থায় সত্যবাদী হই। তবেই সমাজ সংসার হবে শান্তিময়, আত্মা পাবে সফলতার নিশ্চিত আশ্বাস।

দৃষ্টি আকর্ষণ

এতদ্বারা বাংলাদেশের সকল মজলিসের নাসের ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ৪১তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ও ১৫ তারিখ সন্ধ্যা হতে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪২তম মজলিসে শূরা** ৪নং বকশী বাজারস্থ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই মহতী ইজতেমায় সকল নাসের ভাইকে এবং শূরায় সংশ্লিষ্টদেরকে উপরোক্ত দিনগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানদ্বয়ের সার্বিক সফলতার জন্য বন্ধুগণের নিকট খাস দোয়ার আরজ করা হচ্ছে।

বিনয়াবনত-

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
কায়েদ উমুমী
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ।

বিবাহের গুরুত্ব

সংকলনে মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নুরুল আমীন

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

"ওয়ামিন আইয়াতিহি আন খালাকা লাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজান লিতাস্কুনু ইলায়হা ওয়াজা'আলা বায়নাকুম্ মাওয়াদ্দাতান্ ওয়ারাহমাতান, ইন্না ফী যালিকা লাআয়াতিন লিল কাওমেন্ ইয়াতাফাক্কারুন।" [সূরা রূম, আয়াত ২২]

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এটি অন্যতম যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া (স্ত্রীগণকে) সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের মধ্যে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

মানব জীবনে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব মনে স্নেহ, ভালবাসা ও কোমলতার বৃত্তিগুলির পূর্ণতা সাধন করে তাকে শান্তি দেয়ার জন্য জীবনে বিবাহ বন্ধন অতীব জরুরী। বিবাহিত জীবন দ্বারা মানবের সুকুমার বৃত্তিগুলির পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মানুষ কর্মশীল, মিতব্যয়ী, সংযত ও দায়িত্বশীল হয়। অন্যথায় সে উচ্ছৃঙ্খল, অমিতাচারী, দায়িত্বহীন ও কঠোর হৃদয় হয়ে থাকে।

বিবাহ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখন (দেখ) কোন ব্যক্তি বিয়ে করেছে, সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে। অতএব বাকী অর্ধেকের জন্য সে আল্লাহ্কে ভয় করুক।" (বায়হাকী)

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৮)।

উপরোক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে বিয়ের উদ্দেশ্য হল দম্পত্তির শান্তি লাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্ধন– কেননা পোশাকের কাজও তা-ই। যেমন–

(১) মানুষের লজ্জাস্থান (দোষত্রুটি) সমূহকে লোকচক্ষু হতে ঢেকে রাখে

(২) তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

(৩) দেহের শীততাপকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্য ও আনন্দ বজায় রাখে।

যদি প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী দোষ-ত্রুটি, বিপদ-আপদ, সুখে-দুখে তাদের জীবনে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সবসময় সামনে রেখে চলে, তাহলে জগত জান্নাতে পরিণত হবে।

রসূল করিম (সা.) বলেন, **"এবং নিশ্চয়ই এটি (বিবাহ) কু-দৃষ্টিকে উত্তমভাবে রোধ করে এবং লজ্জাস্থানকে (অপবিত্রতা হতে) রক্ষা করে।"** (বুখারী ও মুসলিম)

বিয়ে দ্বারা বংশ রক্ষা হয় ও জাতিগোষ্ঠির সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তালা বলেছেন:

"...খালাকা মিনাল মা'য়ে বাশারান্ ফাজায়ালাহু নাছাবান্ ওয়া সিহরান্... ।"

"...তিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাদের জন্য বংশ ও বিয়ের দ্বারা আত্মীয়- স্বজন করেছেন...। (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৫৫)

বিয়ে মানুষকে পবিত্র করে। হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি পবিত্র ও নির্মল হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন নেক ও পুণ্যবতী স্ত্রী বিবাহ করে"**। (ইবনে মাজা)

তাই আমি আমার ভাই-বোনদেরকে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা এবং আল্লাহ্র রাসূলের উক্ত বাণীগুলি হতে মানবজীবনের জন্য বিয়ে যে কত প্রয়োজনীয় নিশ্চয় তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। বিয়ে বাদ দিলে কুল মান, বংশ, মর্যাদা, শান্তি, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব, প্রেম, প্রীতি, উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতা কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ স্বাস্থ্য, সুখ,শান্তি ও বৃদ্ধ বয়সে আরামের কারণ হয় এবং বিলম্বে বিবাহ স্বাস্থ্যভঙ্গ, মানুষকে- সন্তান সন্ততি পালনের গুরুভারে জর্জরিত করে।

স্ত্রী নির্বাচনে যে বিষয়গুলো দেখা হয়

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন– আমাদের প্রিয়নবী (সা.) এরশাদ করেছেন, সাধারণত চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হয় ঃ ১) তার ধন-সম্পদের দিকে, ২) তার বংশ - গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ৩) তার সৌন্দর্যের ভিত্তিতে এবং ৪) তার ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখে।

এখানে হযরত রসুলে করীম (সা.) নসীহত করেছেন, তোমরা ধর্মানুরাগী মহিলাকে বিয়ে কর। মুসলমানরা যতদিন এর উপরে আমল করেছে তারা ততদিন সব ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছে। যখন ধর্মকে বাদ দিয়ে জাগতিকতার দিকে ঝুকেছে তখন তাদের ধ্বংস-দুর্গতি নেমে এসেছে।

এই কারণে মহানবী (স.) পুণ্যবতী স্ত্রীকে বড় নেয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আ'স (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুলে করীম (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তবে পৃথিবীতে সব চেয়ে

বেশী উপকারী হচ্ছে ধর্মপরায়ণা পুণ্যবতী স্ত্রী (সুনানে নাসায়ী)।

বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারে এমন মহিলাকে বিয়ে করার পরামর্শ

হযরত মুত'ইম বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর খেদমতে এসে বললো, এমন এক মহিলার বিয়ের প্রস্তাব আমি পেয়েছি, যার উচ্চ বংশ মর্যাদা আছে কিন্তু সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নেই। আমি কি তাকে বিয়ে করবো ? এখানে মহিলার বংশ মর্যাদার কারণে সে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। হযরত রসুলে করীম (সা.) বললেন, না। পুনরায় সে অনুমতি নিতে এসেছিল; কিন্তু হুযূর (সা.) নিষেধ করেছিলেন। তারপর আবার অনুমতি চাইতে আসলে হযরত রসুলে করীম (সা.) তারপরও নিষেধ করে দিয়ে বললেন, "এমন মহিলাকে বিয়ে কর, যে বেশী সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং স্বামীকে খুব ভালোবাসে। আমি তোমাদের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে যাচ্ছি।"

এখানে প্রশ্ন এই যে, কীভাবে বোঝা যাবে যে, কোন্ মেয়ে বেশী সন্তান জন্ম দিবে? উত্তর এই যে, তার মা-বোনের অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। যার মা-বাবার বেশী সন্তান-সন্ততি তার কাছ থেকেও বেশী সন্তানের আশা করা যায়। কোন মহিলারা স্বামী ভক্ত হয়– তার মা ও বোনের অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়।

মেয়ে দেখা ও খোঁজ-খবর নেয়া

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুলে করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের বিয়ের জন্য কোন মেয়েকে নির্বাচন করতে চাইবে, সম্ভব হলে সে যেন ঐ মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে নেয়।" হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি যখন বিয়ের জন্য মেয়ের খোঁজে ছিলাম তখন গোপনে ঐ মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম, তারপর বিয়ে করেছিলাম (আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ্)

আমাদের মধ্যে বিয়ের পুর্বে মেয়েদের সম্পর্কে জামাতের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে অবশ্যই খোঁজ-খবর নিয়ে নেওয়া উচিত যে, মেয়ে কি রকম হবে। হযরত মগীরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি কোন মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। হযরত রসুলে করীম (সা.) তাকে বলেছিলেন, "আগে মেয়েকে দেখে নিবে। কারণ দেখার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি।

ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে পিতামাতার দায়িত্ব

হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তার কর্তব্য উত্তম নাম রাখা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। যখন সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় তখন তার বিয়ে দিবে। যদি সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং পিতা তার বিয়ে না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তার কৃতপাপ তার পিতার উপর বর্তাবে।"** (মেশকাত)

হযরত রসূল করিম (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তওরাতে লিখিত আছে- যার কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা হয় এবং সে (পিতা) তার কন্যার বিয়ে না দেয় এবং সে (কন্যা) পাপকার্যে লিপ্ত হয় তাহলে তার পাপ তার পিতার উপর বর্তাবে। (মেশকাত)

উপরোক্ত দু'টি হাদিস হতে এটি স্পষ্ট, বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের যথাসময়ে বিয়ে না দেয়ার ফলে তারা যৌন সংক্রান্ত অপরাধ বা সে সম্বন্ধে জামাতের নিয়মভঙ্গজনিত অপরাধ করলে, তাদের অপরাধের জন্য তাদের পিতা দায়ী হবে। যদি পিতামাতা বর্তমান না থাকে, তাহলে সেজন্য তার অভিভাবকগণ দায়ী হবে। সুতরাং জামাতের বন্ধুগণ তাঁদের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের যথাসময়ে বিয়ে দেয়া সম্বন্ধে সচেতন হউন। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে বিলম্বিত করার কারণে তাদের দ্বারা এ সম্পর্কে সকল প্রকার অনাচার ও অনিয়মের জন্য উপরোক্ত হাদিসমূলে আল্লাহ্ তা'লা এবং জামাতের কাছে তাদের পিতা-মাতা দায়ী থাকবেন। বাল্যকাল থেকে তাদেরকে সুনীতি শিক্ষা দেয়া এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের কে যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে বিয়ে দেওয়া পিতা-মাতার পবিত্র দায়িত্ব।

বিবাহ ভোজ

বিবাহ উপলক্ষে অনেকে অনেক আয়োজন করে ব্যয় করে থাকে। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ, আতশবাজী, নাচ গান এবং ভোজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকল প্রকার বাজে খরচকে হারাম বলেছেন ।

টাকা পয়সা থাকলে মরিয়ম শাদীফাণ্ডে অনুদান দিন। এতে অনেক গরীব ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হবে। খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর ব্যবস্থা করেছেন। এতে অংশ নিন আর আজেবাজে খরচ বর্জন করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের মধ্যে এটি এক মন্দ প্রথা, বিবাহ উপলক্ষে শত-শত টাকা বাজে খরচ করা হয়। স্মরণ রেখো, লোক দেখানোর জন্য বড়াই করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা, এর আদান-প্রদান ও খাওয়া, উভয়ই শরিয়ত অনুযায়ী হারাম। আতশবাজী, বাইজী, বেড়ুয়া, ডোম বাদকদের উপর খরচ করা সমস্তই শক্ত হারাম। এতে অযথা টাকা খরচ হয় এবং মাথার উপর পাপ চাপে।" (ফাতওয়ায়ে মসীহ মাওউদ, ১৪৫ পৃষ্ঠা) পাত্রীর বাড়ীতে বিবাহ ভোজ নিষিদ্ধ। পাত্র পক্ষ যদি দুর থেকে আসে, তাহলে বিনা দাওয়াতে, বিনা ঘটা বা চুক্তিতে যেরূপ মুসাফিরকে অভ্যর্থনা করা হয়, সেরূপ তাদের আপ্যায়ন করবে, কিংবা এই উপলক্ষে পাত্র পক্ষকে যখন মুসাফিরের অভ্যর্থনা দেওয়া হয়, তখন ঐ অভ্যর্থনায় পাত্রীর গ্রামের কাউকেও দাওয়াত দিলে বেদাত হবে। [হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) মেসবাহ, ১৫ই মে, ১৯৩০ দ্রষ্টব্য]

দাওয়াতে ওলিমা

পাত্র যখন পাত্রীকে নিজ গৃহে নিয়ে আসে, তখন তার সাথে একত্রে রাত্রি যাপন করার পরদিন আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদের ভোজ দিবে, এটি সুন্নত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, "শরিয়তে কেবল এতটুকু আদেশ আছে পাত্র ওলিমা করবে। অর্থাৎ কয়েকজন বন্ধুকে আহার করাবে"। (ফাতওয়ায়ে মসীহ্ মাওউদ, ১৪৭ পৃষ্ঠা) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) এক নিকাহ্ উপলক্ষে তাঁর খুতবায় বলেছেন, যদি কারো ভোজ দিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে দাওয়াত দেওয়ার সময় প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তার অর্থাভাব এবং ভোজ্য প্রস্তুত করার অক্ষমতা জানাবে। এতে প্রত্যেক আমন্ত্রিত ব্যাক্তি নিজ গৃহ হতে অন্তত একজন বা দু'জনের পরিমাণ ভালো খাদ্য প্রস্তুত করে সঙ্গে নিয়ে নব বিবাহিত ব্যক্তির বাড়িতে দিবে। যখন নির্দিষ্ট সময়ে সবাই খাদ্য নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে নববধূ আহরিত খাদ্য হতে বাহিরে মেহমানদের পরিবেশনের জন্য প্রেরণ করবে এবং গৃহাভ্যন্তরের আমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদের পরিবেশন করবে।

বর-পণ প্রথা

ইসলামে বর-পণ বলে কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ বেদাত। কন্যা পক্ষের কাছে পাত্র পক্ষের কোন দাবি আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে এবং তাঁর রসুল কোন হাদীসে স্বীকার করে নি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা কন্যার পক্ষ হতে তার পিতার উপর একটি দাবি রাখেন। "বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতার উপর মেয়ের ভরণ পোষনের দায়িত্ব।"(সূরা বাকারা ৩৪ আয়াত) বিয়ের সময় হতে স্ত্রীর ভরন-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং বিয়ের সময়ে মেয়েকে দেনমহর ও উপহার দেওয়ার দায়িত্বও স্বামীর উপর। (সূরা বাকারা, ২২৪ আয়াত; সূরা নিসা, ৩৫ আয়াত)

বিবাহ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ:

১। যেখানে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেই প্রস্তাব বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অন্য কেউ দ্বিতীয় প্রস্তাব দিবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২। বিয়েতে মানুষ চারটি বিষয় দেখে, যথা- স্ত্রীর সম্পত্তি, তার সদগুণ, তার সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়ণতা। যার মাঝে ধর্মপরায়ণতা আছে, তাকে পছন্দ কর। (বুখারী)

৩। প্রস্তাবিত পাত্র ও পাত্রীর ধর্মপরায়ণতা সন্তোষজনক হলে তাকে বিয়ে কর যদি না কর, তাহলে পৃথিবীতে দুর্দশা ও ব্যাপক অশান্তি ঘটবে। (তিরমিযি)

৪। স্নেহশীলা সন্তানবতী হতে সক্ষম স্ত্রীলোককে বিয়ে কর। নিশ্চয় জাতিসমূহের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমি মাধ্যম। (আবু দাউদ)

৫। বিয়ে করার আগে পাত্রীকে পাত্র দেখতে পারে, (মুসলিম)। কিন্তু তা একবার মাত্র। (আবু দাউদ)

৬। বিয়ে দিতে চারজনের সম্মতির প্রয়োজন। যথা: পাত্রী, পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক, পাত্র এবং পাত্রের পিতা। প্রথম তিনজনের একযোগে সুস্পষ্ট সম্মতির প্রয়োজন। তাদের একজন অসম্মত হলে বিয়ে হবে না। শেষোক্তের - অর্থাৎ, পাত্রের পিতার সম্মতি দানের অধিকার নেতিবাচকভাবে প্রযোজ্য। পাত্রের পিতা প্রকাশ্যে নারাজ থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে।

৭। বিধবা স্ত্রীলোকের বিবাহে তার প্রকাশ্য উচ্চারিত সম্মতির প্রয়োজন এবং কুমারীর ক্ষেত্রে তার নীরবতা সম্মতি জ্ঞাপন বলে ধরা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮। অভিভাবক ব্যাতিরেকে কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ সিদ্ধ নয়। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

৯। বিবাহে কোন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের অভিভাবিকা হতে পারবে না এবং নিজেও নিজের বিবাহের অভিভাবিকা হতে পারবে না। কোন স্ত্রীলোক স্বয়ং নিজের অভিভাবিকা হয়ে বিবাহ করলে তা ব্যাভিচার হবে। (ইবনে মাজা)

১০। উপরে বলা হয়েছে বিবাহে পাত্রী ও তার অভিভাবক উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন। পাত্রী স্বয়ং কোন পাত্রকে বিয়ে করতে চাইলে, তার পিতার অপছন্দকৃত দুই পাত্রকে পরপর অগ্রাহ্য করবার অধিকার আছে এবং মেয়েকে তা মানতে হবে। পাত্রী তৃতীয় পাত্রের কথা বললে সেখানেও যদি পিতা অসম্মতি জানায়, তাহলে মেয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর ফয়সালা নিয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু মেয়ে নিজ অভিভাবকত্ব করতে পারে না; তা ব্যাভিচার হবে। তালাক ও খোলার ব্যাপারেও স্ত্রীলোকের জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে জামা'তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওলি হবেন।

১১। বিয়েতে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বিয়ে স্থির করার পূর্বে উভয় পক্ষের ঘরবাড়ি, অবস্থা, আখলাক, সমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে সন্তুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিলে পরে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১২। বিবাহের সকল কথাবার্তা বা দেখাশুনা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন উভয় পক্ষ ইস্তেখারা করে ফলাফল জেনে বিবাহের কথা পাকা করে বিয়ের দিন তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন। বিয়ের পূর্বে ইস্তেখারা করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জোর তাগিদ দিয়েছেন।

১৩। প্রচলিত মুসলিম আইনানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের বিবাহ স্থানীয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে রেজিস্ট্রি করতে হবে। অন্যথায় আইনত দণ্ডনীয় হবে।

জামা'তের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব দিলে তাতে সাড়া দেয়া উচিত

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য এবং আহমদীদের মাঝে বিবাহ-শাদীর

ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে নিজ জামাতের জন্য জরুরী ইশতেহার- "আমি ব্যবস্থা করেছি, আগামীতে আমার কাছে একটি গোপন রেজিস্টার থাকবে যেখানে এ জামাতের উপযুক্ত ছেলে ও মেয়েদের নাম লেখা থাকবে আর কোন কন্যার পিতা যদি নিজ গোত্রের মাঝে শর্ত মোতাবেক ছেলে খুঁজে না পান যারা আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত নেক এবং মনের মতো ছেলে খুঁজে না পান এবং এমন মেয়েও যদি ছেলের জন্য আবশ্যক সে যেন আমাকে অনুমতি দেয়, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখবো। মাতা-পিতার সত্যিকার ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা খোঁজ করবো। এ রেজিস্টার গোপন রাখা হবে আর কোন ছেলে বা মেয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করা হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তার যোগ্যতা এবং সৎকর্মশীলতা স্পষ্ট না হয়। আর এ কারণে আমাদের মুখলেস লোকদের জন্য জরুরী তারা যেন তাদের উপযুক্ত সন্তানের জীবন-বৃত্তান্ত বা বায়োডাটা কেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করে।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্যে এক কন্যার পিতা-মাতাকে পরামর্শ দেন। উক্ত কন্যার পিতা নিজ বিবেচনায় তা ভালো মনে করেন নি। ফলে মেয়ের পিতা বিবাহ দিতে অসম্মতি জানায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাতে এমন কষ্ট পান এবং নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় বিবাহ কার্য করানো থেকে নিজেকে সমস্ত জীবন বিরত রাখেন।

"হযরত হাফেয নুরউদ্দিন (রা.) খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল যখন এ খবর শুনলেন, ঠিক সে সময় এক মেথরানী তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি আবেগের সাথে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদি এ মেথরানীর ছেলের সাথে আমার মেয়ে আমাতুল হাঈ-র বিয়ে দিতে বলেন তবে আমি এখন তা করবো।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত হাফেয মাওলানা হেকীম নূরুদ্দিন (রা.)-এর এ আবেগকে বৃথা যেতে দেন নি এবং তার কন্যা আমাতুল হাঈ-র বিবাহ সর্বাধিক যোগ্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সাথে সম্পন্ন করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে জামা'তের এক সদস্যের এমন আচরনের ফলে আজও বহু কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা তাদের সন্তানের বিবাহ দিতে পারছে না। 'যাই হোক, ব্যক্তি চিন্তার বদলে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অন্তরালে এ প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদন হলে আল্লাহ্ তা'লা (ইনশাআল্লাহ্) এর মাঝে বরকত দিবেন।

অ-আহমদীর কাছে কোন অবস্থাতেই ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া উচিত নয়

এ ব্যাপারে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশ হলো: "অ-আহমদীদের নিকট তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিও না। অ-আহমদীদের সাথে যারা সম্পর্ক স্থপন করলো তারা প্রকৃত অর্থে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে চিনতে পারে নাই এবং জানেও না যে আহমদীয়াত কী জিনিস। অ-আহমদীদের মাঝে এমন কোন বে-দ্বীন ব্যক্তি কি আছেন যে তার কন্যাকে কোন হিন্দু বা খৃষ্টানের সাথে বিবাহ দিবেন? তাদেরকে তুমি অস্বীকারকারী বলো কিন্তু এ ব্যাপারে তারা তোমাদের তুলনায় ভালো কেননা অস্বীকারকারী হয়েও তারা কোন কাফেরকে কন্যা দান করছে না। কিন্তু তোমরা আহমদী হয়েও কন্যা দিচ্ছ– এ কারণে যে, তারা তোমাদের স্বজাতির? কিন্তু যেদিন তোমরা আহমদী হয়েছ সে দিন থেকে তোমরা আহমদী জাতি বলে পরিগণিত। চেনা জানার ব্যাপারে কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে কেবল সেক্ষেত্রেই তোমরা নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্বা অথবা জাতির পরিচয় দিতে পার অন্যথায় তোমাদের জাতি, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সত্ত্বা হলো আহমদী। অথচ আহমদী হয়ে অ-আহমদীদের মাঝে কীভাবে তোমরা সম্পর্ক খুঁজে বেড়াও? মুমিনের উচিত যখন সত্য আসে তখন মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা।

"মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্পষ্ট বলেছেন, অ-আহমদীদের কন্যা দেওয়া গুনাহের কাজ।" (মালায়েকাতুল্লাহ্ পৃঃ ৪৬) খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেনঃ একটি ব্যাপারে পশ্ন করা হয়ে থাকে, অ-আহমদীদের সাথে কন্যা বিবাহ দেওয়া যাবে কি না? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমন প্রশ্নকারী আহমদীর প্রতি কঠোর ভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এক ব্যাক্তি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা উপস্থাপন করত অ-আহমদীকে কন্যা দেওয়ার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করলে হুযুর (আ.) বলেন, মেয়ে বসিয়ে রাখ কিন্তু অ-আহমদীদের সাথে মেয়ে বিবাহ দিও না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৃত্যুর পর ঐ ব্যাক্তি অ-আহমদীদের মাঝে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) আহমদীদের ইমামতি করা থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং তার খিলাফতকালীন ৬ বৎসর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করেন নি, ঐ ব্যক্তি বার বার তওবা করা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেন নি।

সুতরাং এমন যারা আছেন, আপনারা শুনে রাখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ স্পর্শকাতর বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আর এ কারণে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বলেনঃ "আমি কাউকে জামাত থেকে বের করতে চাই না। কিন্তু যদি কেউ এ নির্দেশের ব্যতিক্রম করে আমি তাকে জামাত থেকে বের করে দিব। কয়েক মাস পূর্বে এক ব্যক্তি অ-আহমদীদের কাছে নিজ কন্যা বিবাহ দিয়েছেন। আমি তাকে জামাত থেকে পৃথক করে দিয়েছি। পরবর্তীতে তিনি অনেক তওবা করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন কিন্তু সে যেহেতু ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে তাই তাকে ক্ষমা করা হয় নি।" (আনওয়ারুল খিলাফত পৃঃ ৯৩-৯৪)

তথ্যসূত্র: বিবাহ ও জীবন, জুমুআর খুতবা

চুয়াডাঙ্গা জেলার শৈলমারীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পুনর্নির্মিত মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন

জুমুআর খুতবা প্রদান করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জংশনের পার্শ্ববর্তী শৈলমারী গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব এই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জুমুআর খুতবায় তিনি বলেন, মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। অতএব আমাদের এই মসজিদ আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী সবার জন্য উন্মুক্ত।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে মসজিদ প্রসঙ্গ পড়ে শোনান। এছাড়া মসজিদের সাথে একজন মু'মিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া চাই সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এই মসজিদ অত্র এলাকার জন্য যেন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে এবং এটি যেন সবার আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনারও কারণ হয়। তিনি আরো বলেন, এখান থেকে লোকেরা

পুনর্নির্মিত মসজিদের সামনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রতিনিধি

মিসেস সেলিমা দীন (স্বামী মরহুম মীর মোহাম্মদ দীন সাহেব)। আল্লাহ তা'লা তার এ আর্থিক কুরবানী গ্রহণ করুন। এতে শৈলমারী জামা'তের ও আশেপাশের অন্যান্য স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মসজিদে প্রায় ১৩০জন নামাযী একত্রে নামায আদায় করতে পারবেন।

আল্লাহ তা'লা এই মসজিদটিকে গোটা অঞ্চলের জন্য একটি আধ্যাত্মিক বাতিঘর বানিয়ে দিন, আমীন।

এক আল্লাহ্‌র শিক্ষা লাভ করবে এবং পথহারা ব্যক্তিরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর সাহেব উক্ত মসজিদের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন আলহাজ্জ আব্দুল গাফফার সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী জায়েদ আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব শাহান শাহ আজাদ জুম্মান, বাংলাদেশ জামাতের সানাত ও তিজারাত সেক্রেটারী জনাব বশীর আফজাল খান চৌধুরী এবং মওলানা এহতেশামুল বশীর আহমদ, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, তিনি মসজিদের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।

উক্ত মসজিদের নির্মাণব্যয় বহন করেছেন জনাব আব্দুল গাফফার সাহেবের বড় বোন

শৈলমারী মসজিদের পূর্বের রূপ

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

- গত ২৬/০৭/২০১৯ সংগীতা পারভীন, পিতা: মো: শামসউদ্দীন, ইজারাপাড়া, বাউসী বাঙালী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর সাথে মো: আলমগীর হোসেন, পিতা: মৃত- আইয়ুব আলী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুরবাগ-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৮।

- গত ২৮/০৭/২০১৯ তরুনী আক্তার, পিতা: এজাজ আহমেদ, ভেলার তল, ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড়-এর সাথে তৌহিদ হাসান, পিতা: এস. এম আব্দুল ওহাব, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৯।

- গত ৩০/০৭/২০১৯ মেহেরুননেছা মুক্তা, পিতা: মোহাম্মদ মাসুদ রানা, কুকুয়া, আমতলী, বরগুনা-এর সাথে এ. এন. এম ইমরোজ আহসান, পিতা: এস. এম নাজমুল আহসান, কুকুয়া, আমতলী, বরগুনা-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬১০।

- গত ১৭/০৫/২০১৯ আইরিন আক্তার, পিতা: মো: সাইদুর রহমান, তেরগাতী, মুমুরদিয়া, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মো: আফতাব হোসেন রাতুল, পিতা: মো: আক্তারুল ইসলাম, চন্দনপাঠ, রংপুর-এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬১১।

মিরপুর জামা'তে তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স (নবীনদের প্রশিক্ষণ) অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর এর উদ্দ্যোগে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মঙ্গলবার মিরপুর মসজিদে এক দিনব্যাপী তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর আমীর মোহতরম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে এবং পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে এর কাজ শুরু হয়। কেন্দ্র হতে আগত মুরুব্বী মাওলানা সোলাইমান সুমন এবং মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান পলাশ সাহেব এই তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন। বাদ আসর হতে রাত ৯.০০ মি. পর্যন্ত চলমান এই কোর্সে ৯০ জন আনসার ও খোদ্দাম, ২৫ জন লাজনা এবং মিরপুরে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়াত গ্রহণকারী নও-মোবাইন সদস্য-সদস্যাগণও অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম আলা, সেক্রেটারী তবলিগ ও তরবীয়ত নও-মুবাঈন আবু জাকির আহমদ। ক্লাসে মুসলমানের সংজ্ঞা, আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস, খাতামাননাবীঈন, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, বয়াতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সকলকে বিশদভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষকগণ ব্যক্তিগত তবলীগের উপর গুরুত্বারোপ ও তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তবলীগী ক্ষেত্রে একজন তবলীগকারীকে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন। তবলীগ ও তরবীয়তী ক্ষেত্রে যুগ-খলিফা (আই.)-এর আকাংঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত তরবীয়তের মান উন্নয়ন এবং তবলীগী ক্ষেত্রে আরও অধিক দায়িত্বশীলতা এবং দোয়া ও নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্থানীয় কয়েকজন সদস্যও তবলীগী ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং এই কার্যক্রম সচল রাখার অঙ্গীকার করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সকলের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

আবু জাকির আহমদ
যয়ীম আলা

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

জামালপুর হবিগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি ক্রমে জামালপুর হবিগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে গত ১৫.০৮.২০১৯ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার মসজিদে বাদ আসর থেকে সীরাতুননবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয় এবং রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলে। উক্ত সীরাতুননবী জলসায় ৪৮ জন অ-আহমদী মেহমানসহ সর্বমোট ১৩৩ জন উপস্থিত ছিল। মেহমানদের মধ্যে ১ জন ইউপি মেম্বারও ছিল।

অত্যন্ত আড়ম্বরতার সাথে উক্ত সীরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরী। নযম পরিবেশন করেন জনাব সুহেল আহমদ চৌধুরী।

আলোচনা পর্বে মহানবী (সা.)-এর বাল্যকাল এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরী, মহানবী (সা.)-এর

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ও শত্রুর সাথে তাঁর ক্ষমার আচরণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী, মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিশেষ-বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আসলাম আহমদ। এরপর একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মাওলানা জুনায়েদ ইসলাম, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব চেয়ারম্যান সাহেব। অত:পর সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর হবিগঞ্জ।

সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত জেরে তবলীগ ও মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা জুনায়েদ ইসলাম ও নাসের আহমদ আনসারী মোয়াল্লেম সাহেব। রাতের খাবারের মাধ্যমে উক্ত সীরাতুননবী (সা.) সলসার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

শামসুর রহমান চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট

তেরগতী জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতীর মসজিদ প্রাঙ্গণে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। জলসার কার্যক্রম বাদ আসর থেকে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও-মোবাইন মাওলানা শাহ্

মোহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তেরগাতী জামাতের সদর মুরব্বী মাওলানা মাসুম আহমদ ও কটিয়াদী জামাতের সদর মুরব্বী মাওলানা রুহুল বারী। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুর রব খন্দকার সাহেব। এরপর উর্দ্দু নযম পেশ করেন মাসরুর আহমদ উৎস। অতঃপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথমে বক্তব্য রাখেন তেরগাতী জামাতের মুরব্বী সিলসিলাহ মাওলানা মাসুদ আহমদ, তার বক্তৃতার বিষয় ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-দের রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম। এরপর মাগরিবের নামাযের বিরতি দেয়া হয়। নামাযের পর বক্তৃতা রাখেন প্রধান অতিথি ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও মোবাইন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেব। তিনি রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-দের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত নিজেদের মাঝে ধারণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন। এরপর একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব তুষার আহমদ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি ও আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি ও অপবাদের খন্ডন করেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেব এবং শেষে উন্মুক্ত প্রশ্ন উত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়, যেখানে আগত মেহমানগণ তাদের প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করেন এবং তাদের উত্তর প্রদান করা হয়। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি হয়, যার ব্যপ্তি ছিল রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় সর্বমোট ১৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে ৭৮ জন পুরুষ ৫৬ জন মহিলা ও ১৩ জন পুরুষ মেহমান ও ২ জন মহিলা মেহমান উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসাটি মাইকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গ্রামবাসীকে শুনানোর ব্যবস্থা করা হয় যার ফলে আশে পাশের অ-আহমদী পাড়া প্রতিবেশী ও পাশের তিনটি গ্রাম আমাদের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণটি শুনতে পেরেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রেসিডেন্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতী

ঢাকা জামাতের উদ্যোগে ‘তবলীগ সেমিনার’ অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার উদ্যোগে ৩০ আগস্ট ২০১৯ শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের তবলীগ হলে (২য় তলায়) ‘তবলীগ সেমিনার’ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ক্বারী আবুল কাশেম। এর বাংলা তরজমা করেন জনাব নাসির উদ্দিন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে ছিলেন মোহতরম আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান সুমন, মরুব্বী সিলসিলাহ, আ মু জা বাংলাদেশ, মাওলানা মুহাম্মদ রাসেল সরকার, মরুব্বী সিলসিলাহ, আ মু জা বাংলাদেশ, মোহতরম শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীম আলা ম আ ঢাকা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মসিহ উর রহমান।

উক্ত সেমিনারে ৫৪জন জেরে তবলীগ উপস্থিতি ছিল। আহমদী সদস্য ছিল ৬২ জন। আল্লাহ্তা'লার ফজলে উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন সদস্য বয়াত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'লা তার বয়াত গ্রহণ করুন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে বেশী বেশী জামাত ও মজলিসের খেদমত করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন, আমিন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

যয়ীমে আলা

২য় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় মাঠে। সেমাই, চটপটি ও চা আপ্যায়নের মাধ্যমে ২য় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে খোদ্দাম ও আনসারদের মাঝে চিত্তাকর্ষক ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে আতফাল ও তিফলদের মধ্যেও বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। পরিশেষে আইসক্রিম খাওয়া ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রায় ৯ শত আহমদী সদস্য (খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা ও নাসেরাত) এতে অংশগ্রহণ করেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

যয়ীমে আলা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনি-২০১৯ অনুষ্ঠিত

২৩ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্সে মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকার উদ্যোগে মোহতরম আহমেদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সভাপতিত্বে 'ঈদ পুনর্মিলনি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরের খাওয়ার পর তবলীগ হলে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন ক্বারী আবুল কাশেম সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মীর মুহাম্মদ আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা। নযম পেশ করেন মোহতরম সিবগাতুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব নুরুল ইসলাম মিঠু। এরপর "আমি কি ভাবে ঈদ উদযাপন করলাম"- এ বিষয়ের উপর চমৎকার বক্তব্য নিয়ে আসেন - (১) জনাব শাহাবুদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আ মু জা বাংলাদেশ, (২) জনাব নাজির আহমদ, নায়েব সদর, ম আ বাংলাদেশ, (৩) জনাব আতাউর রহমান, প্রেসিডেন্ট, মুগদা হালকা, (৪) জনাব হাসিব হাসান রতন, (৫) জনাব মাওলানা মাহমুদ আহমদ সুমন, (৬) জনাব কুদরতউর রাহমান ভূইয়া, (৭) জনাব আফজালুর রহমান, বাশুদেব, (৮) জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীমে আলা, ম আ ঢাকা। প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে জনাব হাসিব আহসান রতন সাহেব উপস্থিত সমাবেশে ঝটপট কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্ত হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ার তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ার উদ্যোগে বাৎসরিক কর্মক্যালেন্ডার অনুযায়ী তারুয়া মজলিসের মোল্লাপাড়া হালকায় এক তরবিয়তী সভা জনাব জহির আহমদ মিয়াজি যয়ীমে আলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশি। এরপর নযম পেশ করেন জনাব শরিফ আহমদ, তরবিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নওশাদ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জনাব শফিউল আজম। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

শফিউল আজম

মুন্তাজেম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ, তারুয়া

খুলনা বিভাগের ওয়াকফে নও সম্মেলন- ২০১৯ অনুষ্ঠিত

জনাব হাসিব হাসান রতন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে গত ১৩/০৯/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ মিনিট এবং বিকাল ৩টা হতে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত খুলনা বিভাগের এক অংশের ১ দিনের ওয়াকফে-নও

সম্মেলন সুন্দরবন **'বাইতুস সালাম'** মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তার সাথে তার সফরসঙ্গী ছিলেন সহকারী ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী। আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জামাতের আমীর সাহেব এবং বিভিন্ন জামাতের মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে-নও গাজী তাহের আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পরিবেশ করেন ওয়াকফে নও ইকবাল হোসেন। আমীর সাহেবের নসীয়তমুলক বক্তৃতার পর ৬টা জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী/ মোয়াল্লেম ও স্থানীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারীদের নিয়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব ১ ঘন্টা কর্মশালা করেন। তারপর নযম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। প্রত্যেক ওয়াকফে-নওকে কি করা কেমন হওয়া দরকার, পিতা/মাতাদেরকে কেমন হতে হবে, সন্তানকে কেমন করে গড়তে হবে এর ওপর হুযূরের দিকনির্দেশনামূলক ১৬ সালের খোতবা শোনানো হয়। ১২.৩০ মিনিটে জুমুআর নামায ও দুপুরের খাওয়ার জন্য বিরতি দেওয়া হয়। যথারীতি বিকাল ৩টা থেকে পুনরায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব সকল ওয়াকফে-নও এর রিপোর্ট ফরম পূরণ করেন। ৪.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠান ৬টা জামাতের ৬৫ জন ওয়াকফে-নও, পিতা-৩৮ জন মাতা-৫৫ জন এবং ১৬ জন বিভিন্ন জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী/মোয়াল্লেম ও ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন। দিনের দুবেলাই খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এটা বিভাগীয় সম্মেলন ছিল তাই বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী এস, এম আবু আহমদ আয়োজক ছিলেন এবং পরিচালনা করেন।

এস, এম আবু আহমদ
বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী, খুলনা

উথলী মজলিস লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৮ম আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৯/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার উথলী "বায়তুস সোবহান" মসজিদ প্রাঙ্গণে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এই মহতী অনুষ্ঠানে অঞ্চলের ৫টি মজলিস থেকে সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন যেমন, উথলী, সন্তোষপুর, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া ও চুয়াডাঙ্গা উপস্থিত লাজনা ২১ জন, নাসেরাত ৮ জন, মেহমান ৫ জন, শিশু ৮ জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান অতিথি সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোসাম্মৎ কামরুন্নেছা রেনু সেক্রেটারী তাজনীদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোসাম্মৎ জানিয়া আশা। দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌, বাংলা নযম পরিবেশন করেন তাহিরা রহমান নাসেরাত এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন তাজবিহা রহমান। তারপর শুভেচ্ছা ভাষণ প্রদান করেন খাকসার সেলিনা আকতার জেলা জেনারেল সেক্রেটারী রাজশাহী। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল, লিখিত তালীমী পরীক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আরবি কাসিদা, বক্তৃতা, কুইজ ও খেলাধূলা। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০ টায় এবং শেষ হয় ১২টা ৩০ মিনিটে। এরপর জুমুআর নামাযের সাথে আসরের নামায জমা আদায় করা হয় ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। এই অধিবেশনে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাজবিহা রহমান রিয়া, বাংলা নযম পরিবেশন করেন, ফারিয়া খাতুন। লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমুলক জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন, সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরমা কামরুন্নেছা রেনু। নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাগিদপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মোহতরমা সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোবারেকা জাহান বিন্দু সাহেবা। সবশেষে দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে মহতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোছাঃ সেলিনা আকতার
জেলা জেনারেল সেক্রেটারী, রাজশাহী

এলান

আসসালামু আলাইকুম

আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপি কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় ১০ বছর উর্দ্ধ সকল ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েরা উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোদ করা যাচ্ছে।

ইজতেমায় আসার সময় করণীয় কাজ নিম্নে দেয়া হল:

- ছেলেদের- সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও কালো টুপি এবং মেয়েদের- সাদা পোশাক ও সাদা স্কার্ফ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রাতের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
- ২০ তারিখ বা'দ ফজর থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে।
- ওয়াকফে নও নাম্বার সাথে করে নিয়ে আসবেন।

আবুল আতা মামুন
নায়েমে আলা, কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা-২০১৯
মোবাইল: ০১৬১৮ ৩০০ ১০০

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জাতীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও ইজতেমা-২০১৯

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

২০ ও ২১ ডিসেম্বর, ২০১৯ রোজ শুক্র ও শনিবার

সিলেবাস

প্রতিযোগিতা	গ্রুপ:-"এ" (১১-১৩ বছর)	গ্রুপ:-"বি" (১৪-১৭ বছর)	গ্রুপ:-"সি" (১৮ উর্দ্ধ সকল)
কুরআন তেলাওয়াত	**নাযেরা কুরআন পাঠ:** যে কোন স্থান থেকে দেখে দেখে পাঠ। *** (যিনি শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবেন তাকেই পুরষ্কার)		
সূরা মুখস্ত:	সূরা বাকারা এর প্রথম ১৭টি আয়াত, সূরা ফীল, আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা:২৫৬)		
অর্থসহ নামাজ	অর্থসহ সম্পূর্ণ নামায, ওযূর পদ্ধতি, তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি। ***(যিনি শুদ্ধভাবে বলতে পারবেন তাকেই পুরষ্কার)		

লিখিত পরীক্ষা:

ক) সূরা অর্থসহ মুখস্ত: সূরা ফাতেহা, সূরা আসর, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ইখলাস, সূরা কাওসার।

খ) দোয়া মুখস্ত: দোয়ায়ে কুনূত, জানাযার নামাযের দোয়া।

গ) দোয়া অর্থসহ মুখস্ত: ওযূর দোয়া, খাবার আরম্ভ করার পূর্বের, খাবার শেষের, শোবার সময়ের, ঘুম থেকে জেগে, পিতা-মাতার জন্যে, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, মসজিদে প্রবেশের ও বের হবার সময়ের দোয়া।

ঘ) হাদীস অর্থসহ মুখস্ত: ১. আস্‌সা'ঈদু মাউঁইযা বেগায়রিহী- ২. লায়সাল খাবারু কাল মু'আ'ইয়ানাতে- ৩. খায়রুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহূ- ৪. আলহায়াউ খায়রুন কুল্লুহূ- ৫. সিবাবুল মুসলেমে ফুস্‌কুন- ৬. মাল্লা ইয়ারহাম ওয়ালা ইউরহাম- ৭. ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত- ৮. আল্ গিনা গিনান্নাফসি- ৯. খায়রুয্ যাদেতত্তাক্‌ওয়া-

ঙ) ইলহাম অর্থসহ মুখস্ত: ১. আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদাহূ? ২. ম্যায় তেরী তাবলীগ কো যামীন কে কিনারোঁ তাক পহ্‌চাউঙ্গা

চ) আদব-কায়দা: ১.নামাযের আদব-কায়দা ২.খাবারের আদব-কায়দা ৩.সভার আদব-কায়দা ৪.স্কুলে ও পড়াশুনার আদব-কায়দা ৫. ঘরের আদব-কায়দা ৬. রাস্তায় চলার আদব-কায়দা ৭. ভ্রমণের আদব-কায়দা ৮. মসজিদের আদব-কায়দা

ছ) আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নামসমূহ অর্থসহ মুখস্ত: ১. রাব্বুল আ'লামীন-২. আল্ মু'মেনু-৩. আল্ মুহায়মেনু-৪. আস্ সালামু- ৫. আল্ আযীমু- ৬. আর্ রায্‌যাকু- ৭. আর্ রহমান- ৮. আর্ রাহীম- ৯. মালেকে ইয়াওমেদ্দীন- ১০. আল্ গাফ্‌ফার-

জ) আহাদনামা: স্ব স্ব অঙ্গসংগঠনের আহাদনামা অর্থসহ মুখস্ত।

ঝ) দ্বীনি মালুমাত: ১.কলেমা তাইয়েবাহ্ ২.খুলাফায়ে রাশেদীন কাদের বলা হয় ও তাদের নাম, ৩.হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর খলীফাগনের নাম। ৪.নিজ নিজ বাড়ীর ঠিকানা, পিতা-মাতা, দাদা ও নানার নাম মুখস্ত। ৫.জামাত ও অঙ্গসংগঠন সমূহের চাঁদার পরিমান ও খাত সমূহ। ৬.হযরত নবী করিম (সা:)-এর নাম, তাঁর পিতা-মাতার নাম, জন্মস্থান। তাঁর নাম শুনলে কি বলতে হয়? ৭.হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর নাম, তাঁর পিতা-মাতার নাম, জন্মস্থান। ৮.(সা:),(আ:),(রা:),(রাহে:),(আই:) এর পূর্ণরূপ ও অর্থ কি? কখন পড়তে হয়? ৯.নামাযের নিষিদ্ধ সময়, শর্তসমূহ, নামাযের নাম, রাকা'আত ও ওয়াক্তসমূহের নাম ও এর সময়সীমা, ওযূ ও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবার কারণ লিখুন। ১০.সংযুক্ত উর্দূ শব্দার্থ।

زمین যামীন	نزدیک নাযদিক	مذھب মাযহাব	اخلاق আখলাক	انسان ইনসান	احسان এহসান	آسمان আসমান	تبدیل তাবদিল	سیب সেইব	شیر শের
পৃথিবী	নিকটে	ধর্ম	চরিত্র	মানুষ	অনুগ্রহ	আকাশ	পরিবর্তন	আপেল	বাঘ

***** সিলেবাস সবার জন্য একই কিন্তু পরীক্ষা আলাদা হবে: গ্রুপ-"এ"(১১-১৩ বছর), গ্রুপ-"বি"(১৪-১৭ বছর), গ্রুপ-"সি"(১৮-উর্দ্ধ বছর) প্রত্যেক ওয়াকফে নও ৪টি পরীক্ষাতেই অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ৪টি পরীক্ষায় এককভাবে পাশ করতে হবে (পাশ মার্ক ৬০%)। গ্রেডিং পদ্ধতিতে পুরষ্কার দেয়া হবে।** (C=60-69, B=70-79, A=80-100)

খেলাধুলা :	কুইজ দলগত, পয়গামে রেসানী দলগত, খেলাধুলা দলগত ও একক

বি.দ্র: সকল প্রতিযোগিতা ছেলে মেয়ে আলাদা ভাবে নেয়া হবে। সকল প্রোগ্রাম ও খেলাধূলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে। আগামী বছর থেকে প্রত্যেককে বয়স ভিত্তিক সিলেবাস (নিসাবে ওয়াকফে নও) সম্পন্ন করে আসার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সিলেবাস কমপ্লিশন পরীক্ষার জন্য।

*** ইজতেমায় আসার সময় নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে:-

১) ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রাতের মধ্যে কেন্দ্রে (বকশী বাজার কমপ্লেক্সে) পৌছাতে হবে।

২) ২০ তারিখ বা'দ ফজর থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে।

৩) ওয়াকফে নও নাম্বার সাথে নিয়ে আসতে হবে।

৪) ছেলেরা সাদা শার্ট, কালো পেন্ট, কালো টুপি আর মেয়েদের- সাদা পোশাক ও সাদা স্কার্ফ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

ওয়াকফে নও দপ্তরের ই-মেইল - waqfenaubd@gmail.com, Mobile: 01880-251810, 01618-300 100

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 7th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th October, 2019 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

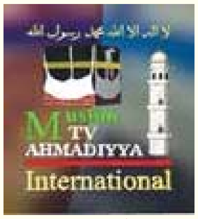

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)